ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হলে ইসরাইলকে সহায়তা নয় আমিরাতের

সারে-জমিন

ভাগীরথী নদীর ভাঙনে তলিয়ে গেল গ্রামের রাস্তা

রূপসী বাংলা

গণতান্ত্রিক দেশে শাসক ধারণা: প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতা

সম্পাদকীয়

অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মুহাম্মদ সা.-র গ্রহণযোগ্যতা

দাওয়াত

ডুরান্ড কাপ জয়ী নর্থইস্ট-এর মুখোমুখি মহামেডান এসসি

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
৩১ ভাদ্র ১৪৩১
১২ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 252 ■ Daily APONZONE ■ 16 September 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

বিদেশ দফতর রাশিয়া যেতে অনুমতি দিল না ফিরহাদকে

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অক্সফোর্ড সহ বিদেশ থেকে নানা আমন্ত্রণ পেলেও কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের সম্মতি না মেলায় সেই সব অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া হয়নি। কিন্তু এবার রাশিয়ার মস্কো শহরে ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাশাপাশি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ভারতের মধ্যে তিনিই একমাত্র মেয়র যিনি ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছেন। ব্রিকস সম্মেলন উপলক্ষে আগামী ১৭ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর রাশিয়া সফরে যাওয়ার কথা ছিল মেয়র ফিরহাদ হাকিমের। নিয়ম অনুযায়ী রাজ্য সরকারে ছাড়পত্র মিললেও বাকি ছিল কেন্দ্রের অনুমোদন। সূত্রের খবর, শনিবার কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশ দফতর থেকে ফিরহাদ হাকিমকে মস্কো যাওয়ার অনুমতি না মেলার কথা জানানো হয়েছে। ব্রিকস সম্মেলনের অবসরে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসার কর্মসূচি ছিল মেয়রের। সেই বৈঠকও তাই বাতিল হয়ে গেল।

প্রাপ্ত অনুদান নগণ্য, ৫ বছরে অযোধ্যায় বিকল্প মসজিদের একটি ইটও গাঁথা হয়নি

মহারাষ্ট্রের বিজেপি নেতা আরাফাত মসজিদ কমিটির প্রধানের দায়িত্বে

সান্য ধিঙড়া ● অযোধ্যা

আপনজন: ১৯৯২ সালে ভেঙে ফেলা ষোড়শ শতকের বাবরি মসজিদের পরিবর্তে সুপ্রিম কোর্ট অযোধ্যায় মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি বরাদ্দ করার পর প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেছে। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে মসজিদটি নির্মাণের দায়িত্বে থাকা ট্রাস্ট তার চূড়ান্ত ডিজাইন উন্মোচন করার চার বছর হতে চলেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত জমিতে একটি ইটও গাঁথা হয়নি, অথচ গত জানুয়ারিতে অযোধ্যায় পুরনো বাবরি মসজিদের জায়গায় একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে রাম মন্দিরে উদ্বোধন হয়ে গেছে।

বাবরি মসজিদের স্থানে তৈরি রামমন্দির থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে ধন্যিপুর গ্রামে সবুজ কৃষিজমির মাঝে অবস্থিত মসজিদের পাঁচ একর জমিতে আপনি কেবল একটি সাদা ধাতব বোর্ড দেখতে পাবেন যাতে প্রস্তাবিত মসজিদের চিত্র রয়েছে। কয়েক দশকের পুরনো বাবরি মসজিদ-রাম মন্দির বিবাদ নিষ্পত্তিতে শীর্ষ আদালতের ২০১৯ সালের ঐতিহাসিক রায়ের পাঁচ বছর পরেও নতুন মসজিদের প্রতি মুসলিম সম্প্রদায়ের উদাসীনতা, প্রশাসনিক দ্বন্দ্ব এবং অর্থের অভাবের কারণে মসজিদটি এখনও ড্রয়িং বোর্ডে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

এ ব্যাপারে ধন্যিপুরের বাসিন্দা রাহিল খান জানান, গত বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে কয়েকজন মাওলানা এখানে এসেছিলেন। ওরা ছবি তুলে চলে গেলেন। তারপর থেকে এখানে কেউ আসেননি।

তিনি বলেন, 'আমরা জানি না এখানে কখনো মসজিদ নির্মাণ করা হবে কিনা। সত্যি বলতে, এটা কোন ব্যাপার না... যা হওয়ার ছিল তা হয়ে গেছে।'

ইন্দো-ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশন (আইআইসিএফ) - এই প্লটে মসজিদ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সুবিধাগুলি নির্মাণের জন্য গঠিত একটি ট্রাস্ট - ২০২০ সালে একটি দৃষ্টিনন্দন নকশা সহ এর মূল পরিকল্পনা উন্মোচন করেছিল। ঐতিহ্যবাহী তিন গম্বুজ বিশিষ্ট বাবরি মসজিদের বিপরীতে, নতুন নকশাটি আধুনিক এবং ভবিষ্যৎমুখী ছিল। প্রস্তাবিত মসজিদটি ছিল একটি ডিম্ব আকৃতির কাঠামো যেখানে কোনও গম্বুজ বা মিনার ছিল না, যা ভারতের অনেক অঞ্চলে মসজিদ স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য।

সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডকে রাজ্য সরকার যে জমি বরাদ্দ করেছিল, সেই জমিতে মসজিদের জন্য ট্রাস্টের বিশাল পরিকল্পনা ছিল। নতুন কাঠামোটি সৌর এবং বায়ু শক্তির মতো পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস দ্বারা চালিত হবে। শুধু মসজিদ নয়, হাসপাতাল, কমিউনিটি কিচেন, লাইব্রেরি ও রিসার্চ সেন্টারও থাকার কথা ছিল চূড়ান্ত নকশায়। তবে সমসাময়িক নকশা নিয়ে সম্প্রদায়ের আপত্তির পরে মসজিদের উন্নয়ন কমিটি নকশাটি প্রত্যাখ্যান করে।

কমিটির প্রধান মহারাষ্ট্রের বিজেপি নেতা হাজি আরফাত শেখ বলেন, আগের নকশাটি ডিমের খোসার মতো ছিল, মোটেও মসজিদের মতো ছিল না। প্রথম পরিকল্পনাটি প্রত্যাখ্যান হওয়ার পরে, ট্রাস্ট এই বছর ঐতিহ্যবাহী ইসলামি মসজিদের স্থাপত্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি বৃহত্তর এবং বিকল্প নকশা ঘোষণা করেছে।

যদিও নানা গণমাধ্যমে এর আগে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ মসজিদ নামে পরিচিত নতুন মসজিদটিতে ইসলামের পাঁচটি অবশ্য করণীয় কর্তব্য বিষয়ক নির্দেশনা বিষয়ক পাঁচটি মিনার থাকবে।

তবে আরাফত সেখের দাবি,নতুন মসজিদটি "তাজমহলের চেয়ে ভাল" হবে এবং "বিশ্বের বৃহত্তম কুরআনটি ২১ ফুট পরিমাপের" যা ভিতরে স্থাপন করা হবে।

এপ্রিলে নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

মসজিদটি অধরা থাকার সবচেয়ে বড় কারণ মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশের উদাসীনতা যা অনুদানের অভাব থেকে প্রতিফলিত হয়।

সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা ট্রাস্টের চিফ ট্রাস্টি জাফর ফারুকি ইংরেজি নিউজ পোর্টাল 'দ্য প্রিন্ট'কে জানিয়েছেন, গত চার বছরে ফাউন্ডেশন মাত্র ৯০ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছে।

তিনি বলেন, মসজিদের প্রতি মুসলিমদের কোনও আসক্তি নেই। আমরা মসজিদের সাথে মানুষকে আবেগময় সংযোগ অনুভব করানোর জন্য অনেক সময় ব্যয় করেছি, তবে এটি সেখানে যেকোনও কারণেই হোক সফল হয়নি। তহবিলের অভাব ফাউন্ডেশনকে একটি হাসপাতাল, যাদুঘর এবং গবেষণা কেন্দ্র সহ একটি বিশাল কমপ্লেক্স নির্মাণের ধারণাটি বাদ দিতে বাধ্য করেছিল।

আইআইসিএফের সেক্রেটারি ও ট্রাস্টি আতহার হুসেন বলেন, বেশি অর্থের প্রয়োজন হবে। তাই আমরা আপাতত শুধু মসজিদ নিয়ে এগনোর পরিকল্পনা করছি। শুধু মসজিদ নির্মাণে খরচ হবে অন্তত ৬-৭ কোটি টাকা। আর আমরা তা থেকে এখন অনেক দূরে।

কৃতজ্ঞতা: দ্য প্রিন্ট

'এক দেশ, এক নির্বাচন' চলতি মেয়াদে রূপায়ণ করা হবে: মোদি

আপনজন ডেস্ক: বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার বর্তমান মেয়াদেই 'এক দেশ, এক নির্বাচন' রূপায়ণ করবে বলে সূত্রের খবর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের তৃতীয় মেয়াদ ১০০ দিন পূর্ণ হওয়ায় ক্ষমতাসীন জোটের মধ্যে সংহতি মেয়াদ সম্পূর্ণ করবে বলে তাদের বিশ্বাস।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি সূত্র বলেছে, 'মোদি বলেছেন, অবশ্যই এই মেয়াদেই এটি বাস্তবায়ন করা হবে।'

গত মাসে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী 'এক দেশ, এক নির্বাচন'-এর পক্ষে জোরালো সওয়াল করে বলেছিলেন, ঘন ঘন নির্বাচন দেশের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে। লালকেল্লা থেকে ভাষণ দিতে গিয়ে মোদি বলেছিলেন, এক দেশ, এক নির্বাচনের জন্য দেশকে এগিয়ে আসতে হবে। লোকসভা ভোটে বিজেপির ইস্তাহারে 'এক দেশ, এক নির্বাচন' অন্যতম প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল। চলতি বছরের মার্চ মাসে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন একটি উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল প্রথম ধাপ হিসাবে এক দেশ, এক নির্বাচনের সুপারিশ করেছিল।

শীঘ্রই জনগণনা করা হবে, জাত গণনার সিদ্ধান্ত হয়নি: সূত্র

আপনজন ডেস্ক: বহু বিলম্বিত জনগণনা পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তুতি শুরু করলেও জাতিগণনা করার বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে জানা যাচ্ছে। ২০২১ সালের আদমশুমারি ২০২০ সালের ১ এপ্রিল শুরু হওয়ার কথা থাকলেও কোভিড মহামারীর কারণে তা স্থগিত করতে হয়েছিল। ১৮৮১ সাল থেকে প্রতি দশ বছরে আদমশুমারি পরিচালনা হয়ে আসছে। সূত্র জানিয়েছে, ২০২১ সালের আদমশুমারি শীঘ্রই শুরু হবে। যদিও জাতপাতের তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। গত বছর প্রণীত মহিলা সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের কারণে দশকের আদমশুমারির তথ্যের জন্য অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে দেশ। এছাড়াও, সর্বশেষ জনসংখ্যার পরিসংখ্যান না থাকার কারণে, সরকার ২০১১ সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে নীতি প্রণয়ন করছে এবং ভরতুকি বরাদ্দ করছে। জনগণনা ও এনপিআর আপডেট করার জন্য রাজকোষ থেকে ১২,০০০ কোটি টাকা খরচ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এবার, দেশে প্রথম ডিজিটাল আদমশুমারি হবে, যাতে নাগরিকরা নিজেরাই তথ্য সংশ্লিষ্ট করতে পারবে।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

নিম্নচাপের জেরে বন্ধ ফেরি চলাচল

আসিফা লস্কর ● সাগর

আপনজন: বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপের জেরে শনিবার থেকে উত্তাল হয়ে গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা একাধিক উপকূল তীরবর্তী এলাকার নদী থেকে সমুদ্র। উত্তাল সমুদ্র থাকার কারণে মৎস্যজীবীদের গভীর সম্বন্ধে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মৎস্য দপ্তর। রবিবার সকাল থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূল তীরবর্তী এলাকায় যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বন্ধ রাখা হয়েছে ফেরি চলাচল পরিষেবা। ডায়মন্ড হারবার, নামখানা কাকদ্বীপ, সাগর, কচুবেড়িয়া ফলতা সহ গোসাবা ক্যানিং সহ বিভিন্ন উপকূল তীরবর্তী এলাকায় রবিবার সকাল থেকে বন্ধ ফেরি চলাচল পরিষেবা।

বিধায়কের উদ্যোগে চারা গাছ বিতরণ

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● ইটাহার

আপনজন: পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সবুজায়নের লক্ষ্যে ইটাহারে ১০ হাজার চারা গাছ বিতরণ করা হয়েছে বিধায়ক মোশারফ হুসেনের উদ্যোগে। রবিবার ইটাহার বাসটার্মিনাস প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিধায়ক দলীয় নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষের হাতে বনজ চারাগাছ তুলে দেন। তিনি নিজেও বেশ কয়েকটি গাছ রোপণ করেন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মন্দির, মসজিদ, কবরস্থান প্রাঙ্গণসহ বিভিন্ন ফাঁকা এলাকায় চারাগাছ লাগানোর নির্দেশ দেন দলীয় কর্মীদের। বিধায়ক জানান, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এই কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যে ইটাহার পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ২২ হাজার চারাগাছ বিতরণ করা হয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে জেলা পরিষদের কর্মাধক্ষ কার্তিক দাস, সুন্দর কিস্কু, এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীনা সরকারসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। বিধায়ক মোশারফ হুসেনের কথায়, ইটাহারের ১২টি অঞ্চলে বনজ, ফলজ ও ভেষজ চারা গাছ বিতরণ করা হচ্ছে।

মিলাদ উন্ নবি উপলক্ষে মিলাদ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: রবিবার দিবাগত রাতে এবং সোমবার বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সা. -এর জন্মদিবস উপলক্ষে 'ঈদ-এ মিলাদ উন্ নবী'- সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে পশ্চিম বঙ্গ সহ সারা দেশে। কাদেরিয়া তরিকার মূল অনুষ্ঠানটি হয় বিহারের পূর্ণিয়া জেলার হযরত রওশনগঞ্জ শরীফে হযরত সৈয়দ শাহ রওশন আলী আলকাদেরী আলবাগদাদী পাকের মাযার শরীফ ও তৎ-সংলগ্ন কাদেরিয়া মসজিদ পাকে। বিহারের বিভিন্ন প্রান্ত এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভক্ত ও পুণ্যার্থী মানুষ উপস্থিত হন। বাদ মাগরিব মিলাদ মাহফিল হয় ও কোরান শরীফ তেলাওয়াত চলে।

দুর্যোগে ভাগীরথী নদীর ভাঙনে তলিয়ে গেল গ্রামের রাস্তা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: প্রাকৃতিক দুর্যোগে গ্রামের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা ভেঙে চলে গেল নদীবক্ষে। আতঙ্কে গোটা গ্রামের মানুষ। অবিলম্বে পাকাপোক্ত ভাবে নদীর পাড় বাঁধানোর কাজের দাবি গ্রামবাসীর। নদীয়ার শান্তিপুর ব্লকের হরিপুর পঞ্চায়েতের চৌধুরীপাড়া এলাকার ঘটনা। জানা যায় এই গ্রামে রয়েছে কয়েক হাজার পরিবারের বসবাস। গত কয়েক মাস আগে নদীর পাড়ে কালো বস্তা দিয়ে বাঁধানোর কাজ শুরু করে ইরিগেশন দফতর। তার মাঝে গত তিনদিনের অতি ভারী বৃষ্টিপাতে এবার বড়ভাঙনের কবলে পড়ল গোটা গ্রাম। চৌধুরীপাড়ার ভাগীরথী নদীর তীরে রয়েছে গ্রামের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা, প্রথমে ভাঙন শুরু হয় নদীর পারে, এরপর ভাঙতে ভাঙতে রাস্তার বেশি অংশ ভেঙে যাওয়ায় চলাফেরা করতে পারছে না গ্রামের মানুষ। এমনিতেই বৃষ্টিপাতের কারণে বেড়েছে জলস্তর, মাঝেমধ্যে ঝড়ো হাওয়ায় বেড়েছে জলোচ্ছ্বাস, আর তার জেরেই এই ভাঙন বলে দাবি করছেন গ্রামবাসীরা। তারা চাইছেন প্রাথমিকভাবে বালির বস্তা ফেলে এইভাবে ভাঙন রোখা সম্ভব নয়, একটি গ্রামের কথা মাথায় রেখে প্রশাসনকে অবিলম্বে পাকাপোক্তভাবে ভাঙন রোধ করার ব্যবস্থা করতে হবে, না হলে ভাগীরথী নদীর তীরে রয়েছে বিঘা বিঘা চাষের জমি এরপর যদি আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হয় তাহলে চাষের জমিগুলো নদীতে তলিয়ে যাবে। না খেয়ে মরতে হবে তাদের। এমনিতেই ভয়ানক ভাঙনের কারণে রাতের ঘুম উড়েছে গ্রামবাসীদের। হরিপুর পঞ্চায়েতের প্রধান বীরেন মাহাতো বলেন, বিগত দিনে তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন নদীর ভাঙনের কথা, তখন শুরু হয়েছিল প্রাথমিকভাবে বালির বস্তা ফেলে ভাঙনরোধ করার কাজ। কিন্তু গ্রামের এখন যা পরিস্থিতি তা খুবই চিন্তার বিষয়।

স্কুলে এসি বসাতে চান প্রাইমারির প্রধান শিক্ষক

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। প্রধান শিক্ষকের উদ্যোগে স্কুলের কচিকাঁচাদের জন্য ক্লাসরুমে এসি বসানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন প্রধান শিক্ষক। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের চুনাখালি পঞ্চায়েতের নদীর তীরে রয়েছে 'চুনাখালি হাটখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়'। বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ২০৩ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। বিগত দিনে স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিক্ষারত্ন নিমাই মালির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্কুলে তৈরী হয়েছে কিচেন গার্ডেন,বসানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা,তৈরী হয়েছে ডিজিটাল কম্পিটার ক্লাস,স্বয়ংক্রিয় বেল,ইন্টারকম টেলিফোন সিস্টেম। সম্প্রতি স্কুলের এক বাৎসরিক অনুষ্ঠানে স্কুলের শিশু সংসদ এর প্রধানমন্ত্রী সায়ন্তিকা মাইতি ও তার মন্ত্রী পরিষদ(শিশু সংসদ) স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিমাই মালির কাছে আবদার করে ক্লাসরুমে এসি বসানোর কথা বলেছিলেন। স্কুলের কচিকাঁচা তথা শিশু সংসদের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এমন অনুরোধ আবদার পেয়ে নড়ে চড়ে বসেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিমাই মালি। আগামী শিক্ষাবর্ষে শিক্ষক দিবসে স্কুলের ক্লাসরুমে এসি বসানো হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন প্রধান শিক্ষক।
এসি বসানোর পরিকল্পনা প্রসঙ্গে চুনাখালি হাটখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান তথা শিক্ষারত্ন শিক্ষক নিমাই মালি জানিয়েছেন, 'শিশু সংসদের প্রধানমন্ত্রী সহ শিশু সংসদের সমস্ত মন্ত্রীদ্বয় আমার কাছে আবদার করেছে ক্লাসরুমে এসি বসানোর জন্য। আমি তাদের কে আশ্বস্ত করে বলেছি তোমাদের অনুরোধে আগামী শিক্ষাবর্ষে অবশ্যই স্কুলের ক্লাসরুমে এসি বসানো হবে। ' স্কুলের ক্লাসরুমে এসি বসানোর পরিকল্পনা প্রকাশ্যে আসতেই খুশিতে উদ্বেলিত অভিভাবকরা।

টানা নিম্নচাপে শস্য গোলার ব্যাপক ক্ষতি, চাষিদের মাথায় হাত

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: টানা তিন দিনের নিম্নচাপের বৃষ্টিতে পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকায় চাষের জমি জলে টইটুম্বুর। রায়না, খণ্ডঘোষ, মাধব ডিহি, গলসি, জামালপুর, মেমারি, কালনা, কাটোয়া সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের চাষের জমি সম্পূর্ণ জলের তলায় চলে গেছে। জল দ্রুত নিকাশি না হলে, ইতিমধ্যে বেড়ে ওঠা ধানের চারা গুলি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। টানা তিন দিনের বৃষ্টির ফলে পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকরা সমস্যার মুখে পড়েছেন। চাষিরা অনেক জায়গায় আল কেটে জল নিকাশির চেষ্টা করছেন। শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমানের ধানক্ষেতে অতিরিক্ত জল জমার ফলে কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে জল নিকাশি না হলে চাষের বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। পূর্ব বর্ধমানের আমন চাষ গোটা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধান উৎপন্ন করে থাকে, যা জেলা, রাজ্য, এমনকি বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। দক্ষিণ দামোদর এলাকায়, বিশেষ করে রায়না, খণ্ডঘোষ, মাধবডিহি অঞ্চলে 'খাস ধান' বা 'খুশবু ধান' ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়েছে। এই ধানের গাছ একটু বড় হয়, তাই এই বৃষ্টিতে তাদের ক্ষতির সম্ভাবনা খুবই বেশি। যদিও আবহাওয়াবিদরা আশ্বস্ত করেছেন যে, এই দুর্যোগ শীঘ্রই কেটে যাবে এবং জমির জল দ্রুত নেমে গেলে ধানক্ষেতের বড় ক্ষতি হবে না। বরং, এই জল অনেক ধান গাছকে নতুন জীবন দেবে। তবে কৃষকরা আশায় দিন কাটাচ্ছেন, কারণ যদি ধানের চারা নষ্ট হয়ে যায়, তবে তাদের অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

জুনিয়র ডাক্তাররা এবার কাজে ফিরবেন, আশাবাদী চন্দ্রিমা

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: আরজি করের ঘটনার ধিক্কার জানাই। আমরা চাই অপরাধী শাস্তি পাক। এখন এটা সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে। আন্দোলনকে সমর্থন করে সুপ্রিম কোর্টের কথাকে মান্যতা দিয়ে সামঞ্জস্যতায় বসতে চেয়ে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সেই প্রয়াস বাস্তবে রূপ নিল না। রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। আন্দোলন কারীরা একটা চিঠি দেয়। মুখ্যমন্ত্রী শনিবার সময় দেন সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত। তারা দাঁড়িয়ে যান। কিন্তু তারা সারা দেননি। সবাই যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন তারা আলোচনা করতে চেয়েছেন তাই আর হয়নি।৯ অগস্ট একটি মেয়ে খুব ন্যক্কারজনকভাবে নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুও হয়েছিল। সেই ৯ অগস্টের পর থেকে জুনিয়র ডাক্তাররা আন্দোলন করছেন। কর্মবিরতি ও করছেন, আমরা মাননীয়া নির্দেশ মতো রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ নিচ্ছি।মুখ্যমন্ত্রী শনিবার বলেছেন জুনিয়ার ডাক্তারদের এইরকম বৃষ্টিতে কষ্ট তোমরা করছো, সেখানে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকটা দাবি তিনি মেনে নিয়েছিলেন। তিনি পরবর্তীতে জুনিয়র ডাক্তারদের পক্ষ থেকে তারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। কয়েকদিন ধরেই কেউ দেখা করতে আসেনি। মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কেউ যাতে না ভেজেন। তিনি কতটা স্নেহপ্রবন, তাঁর বাড়ির দরজায় তখন। যদি আলোচনা না চান, তাহলে এক কাপ চা খেয়ে চলে যাবেন বলে উনি বলেছেন। ৬টা থেকে ৯টার মধ্যে একটা বাড়িতে ৪০ জন আসার জায়গা দিয়েছেন। ৪০ জনকেই আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আধিকারিকরা সবাই যখন এবং আমিও বেরিয়ে যাচ্ছি, তিন ঘন্টা অপেক্ষা করার পরে যখন তারা যখন বলবেন, তখনই সরকারকে রেডি থাকতে হবে, প্রশ্ন তোলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

মালদায় প্রকাশ্য দিবালোকে বোমা মেরে খুন করা হল কংগ্রেস নেতাকে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রবিবার সাত সকালে মালদায় প্রকাশ্য দিবালোকে জনবহুল এলাকায় ঘটল এক মর্মান্তিক ঘটনা। দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া পরপর দুটি বোমার আঘাতে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে প্রাণ হারালেন মানিকচকের গোপালপুর অঞ্চলের কংগ্রেস নেতা সেখ সাইফুদ্দিন। ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে।
মৃত কংগ্রেস নেতার ছেলের অভিযোগ করে বলেন এদিন সকাল ৯টা নাগাদ তার বাবা মানিকচকের ধরমপুর স্ট্যান্ডের কাছে বাজার করতে গিয়েছিলেন। ওই সময় চার-পাঁচজন দুষ্কৃতী মুখ ঢাকা অবস্থায় তার বাবাকে লক্ষ্য করে গুলি ও পরপর দুটি বোমা ছোঁড়ে। সেই বোমার আঘাতে তার বাবা ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।তার আরও অভিযোগ এই ঘটনায় গোপালপুর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি সেখ নাসিরের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা জড়িত বলে অভিযোগ । তারাই তার বাবাকে প্রকাশ্য দিবালোকে জনবহুল বাজারের মধ্যে খুন করেছে।
তবে সঠিক কি ঘটনা ঘটেছে তা জানা জায়নি?। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে কে বা কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখতে মানিকচক থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।এবিষয়ে মালদার মানিকচকের তৃণমূল বিধায়িক সাবিত্রী মিত্র বলে,ধরমপুর বাজারে কংগ্রেস নেতা সাইফুদ্দিন সেখকে বোমা মেরে খুনের ঘটনায় তৃণমূল দল জড়িত নয়। জমিজমা সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত গন্ডগোলের কারণেই এই খুন।
খুনের ঘটনায় যারা জড়িত তাদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করবে প্রশাসন। রবিবার ধরমপুর বাজারে গোপালপুর অঞ্চলের কংগ্রেস নেতা সাইফুদ্দিন খুনকান্ড প্রসঙ্গে কার্যত এমনটাই বললেন মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক।
কংগ্রেস সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী বলেন,অভিযোগ করে বলেন তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হয়েছে কংগ্রেস নেতা। মালদার মানিকচকের কংগ্রেস নেতা সাইফুদ্দিন সেখকে বোমা মেরে খুনের ঘটনায় ধরমপুর স্ট্যান্ডে মৃতদেহ রাস্তায় রেখে চলছে বিক্ষোভ। কংগ্রেস নেতাকর্মীরা খুনের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করছেন পুলিশকে ঘিরে। ঘটনাস্থলে পুলিশ সুপার না পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন কংগ্রেসিরা।

হাসপাতালে আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্ক

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: হাসপাতালে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পুরসভার অন্তর্গত চকভবানী এলাকায় অবস্থিত পুরসভার মাতৃসদন হাসপাতালের ঘটনা। মূলত শর্ট সার্কিটের জেরে আগুন লেগেছে বলেই প্রাথমিকভাবে অনুমান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। জানা গিয়েছে, রবিবার বালুরঘাট পুরসভার মাতৃসদন হাসপাতালের মিটিং হলে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে। হাসপাতালের তৃতীয় তলে অবস্থিত মিটিং হল থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখেন কর্মীরা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। পাশাপাশি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র সহ আরো অনেকে। এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র জানান, 'মাতৃসদনে মিটিং হলে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটেছিল।

মাকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট কিশোর পুত্র

জিয়াউল হক ● পান্ডুয়া

আপনজন: হুগলি জেলার পান্ডুয়া ব্লকের খন্যান, দক্ষিণপাড়া এলাকায় রবিবার ঘটে যাওয়া এক মর্মান্তিক ঘটনায়, মাকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রের। মৃত ছাত্রের নাম অরিত্র ঘোষ, বয়স মাত্র ১৩ বছর।ঘটনাটি সম্পর্কে জানা গেছে, বাড়িতে কোনো কাজ করার সময় অরিত্রের মা হঠাৎ বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হন। মাকে বিপদে পড়তে দেখে তাকে বাঁচানোর জন্য তড়িঘড়ি ছুটে আসে ছোট্ট অরিত্র। যদিও সে তার মাকে বাঁচাতে সক্ষম হয়, তবে বিদ্যুৎ তারের সংস্পর্শে আসায় অরিত্র নিজেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। আশেপাশের মানুষ ও পরিবারের সদস্যরা তৎক্ষণাৎ তাকে উদ্ধার করে পান্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান, কিন্তু হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পান্ডুয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অরিত্রের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে পাঠায়।

নিকাশি নালা বন্ধের জন্য ঘর জলমগ্ন

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: গত তিন দিনের টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন চারিদিক । বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ব্লকের মড়ার গ্রামে বৃষ্টির জলে বন্ধ হয়েছে নিকাশি নালা, ঘরের ভেতর খাটের নিচে এক হাঁটু জল। চরম সমস্যায় এক গৃহস্থের পরিবার । অভিযোগ প্রায় ৩০ বছর ধরে একটি পরিবার বসবাস করছে ওই স্থানে যতই বৃষ্টি হোক কোনোদিনও তাদের ঘরে জল ঢুকতো না। তবে বছর চারেক আগে থেকে নিকাশি নালা নমস্কার না হওয়ায় বন্ধ হয়েছে নিকাশে নালা। এই নিকাশী নালা বন্ধ হওয়ায় জলমগ্ন হয়ে পড়েছে এলাকা। জল ঢুকেছে গৃহস্থের বাড়িতে। এক বেলা রান্না করে কোনমতে সংসার চালাচ্ছেন ওই পরিবার। খবর পাওয়ার পরই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিষ্ণুপুরের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। দুর্গতদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন । পাশাপাশি নিকাশী নালা সংস্কারেও উদ্যোগ গ্রহণ করেন বিডিও ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তাবলীগে দ্বীন মাদ্রাসায় স্বাস্থ্য শিবির

সুরাবুদ্দিন সেখ ● কাটোয়া

আপনজন: প্রয়াসের উদ্যোগে রবিবার পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া মাদ্রাসা তাবলীগে দ্বীনে বিনামূল্যে দাঁত ও চোখের চিকিৎসা করা হয়। প্রয়াস হলো একটি সরকার রেজিস্ট্রিকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ঐদিন মেঘের চোখ রাঙানিতেও চিকিৎসা থেমে থাকে নি। চিকিৎসা সেবা করেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা:সায়ক হাওলাদার এবং দন্ত বিশেষজ্ঞ ডা:ইমরান মন্ডল। চিকিৎসা সেবা নিতে অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় অনেকেই সাধারণ মানুষ এবং মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রসমূহ। সাধারণ মানুষ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এই মহা উদ্যোগকে তাঁরা সাধুবাদ জানান। সংস্থার সভাপতি ধনঞ্জয় যশ জানিয়েছেন আমরা সবসময় মানুষের পাশে আছি।

ভারী বর্ষণে ভেঙে পড়ল বাড়ি

আব্দুল জাব্বার খান ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: হাওড়া শ্যামপুর থানার অধীন বাড়গড়চুমুক গ্রামের বাসিন্দা আতিয়ার রহমানের বসত বাড়ি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আকস্মিক ভাবে ভেঙ্গে পড়ে। বাড়িতে থাকা শিশু সহ পাঁচ জন গুরুতর আহত হয়। ঘরে থাকা ব্যাবহারিক আসবাবপত্র ক্ষয় ক্ষতি হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন গ্রামবাসী সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব মতিয়ার খাঁ, সেখ সফিকুল ইসলাম, স্থানীয় পঞ্চায়েত ডাক্তার সেখ মনির হোসেন (বাপ্পা) ও সেখ মুজনামিন। তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রশাসনিকের পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য করার আশ্বাস দেন বাপ্পা।

মুমূর্ষ রোগীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ, চাঞ্চল্য

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: হাসপাতালের সিসিইউ তে ভর্তি মুমূর্ষ রোগীর জন্য মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ দেওয়ার অভিযোগ ওষুধের দোকানের বিরুদ্ধে । ড্রাগ কন্ট্রোলে অভিযোগ করবেন বলে জানান রোগীর পরিবার ।বসিরহাটের ঘটনা।বসিরহাট হাসপাতালের সিসিইউতে ভর্তি ফতেমা বিবি । ব্রেন স্ট্রোকে ভর্তি হন তিনি । রবিবার হাসপাতালের চিকিৎসক CARNOCAN নামে একটি ওষুধ প্রেসক্রিপশন করেন । রোগীর পরিবার বসিরহাট হাসপাতালে উল্টোদিকে " বিশ্বাস মেডিকেল " থেকে সেই ওষুধ কেনেন । রোগীর পরিবার বারবার করে বলে যে রোগী সিসিইউ-তে ভর্তি ওষুধ ভালোভাবে দেখে দিতে কিন্তু তারা বলে ঠিক আছে নিয়ে যান কোন অসুবিধা নেই । ওষুধের বিলও করে দেন দোকানদার । এরপর রোগীর আত্মীয়রা দেখে ওষুধটি মেয়াদ উত্তীর্ণ । তিন মাস আগে ওষুধের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে । এরপর রোগীর পরিবার দোকানদারকে দেখালে দোকানদার সেই ওষুধ তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে ।
এমনকি আমরাও সেই দোকানে গেলে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয় এবং দোকানের ভেতরে আসতে বলা হয়। এবং পুরো বিষয়টি এড়িয়ে যায় । এই বিষয়ে উত্তর ২৪ পরগনার ড্রাগ কন্ট্রোলার অফিসার "পার্থ সাহা " বলেন-রোগীর পরিবাররা অভিযোগ করলে আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখব।

এবিটিএ জেলা শাখার বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মেদিনীপুর শহরের কলেজিয়েট বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির (এবিটিএ)পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখার বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। এদিনের প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গোয়ালতোড় কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড.হরিহর ভৌমিক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখার সম্পাদক জগন্নাথ খান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি মৃনাল কান্তি নন্দ। প্রতিযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন জেলা সম্পাদক বিপদতারণ ঘোষ, প্রাক্তন রাজ্য নেতৃত্ব সুবীর সিনহা সহ সংগঠনের জেলা ও বিভিন্ন মহকুমা নেতৃবৃন্দ। জেলার তিনটি মহকুমা শাখায় সফল তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এদিন প্রতিযোগী হিসেবে এদিনের প্রতিযোগিতার শ্রেণী ভিত্তিক চারটি বিভাগে প্রায় ৩০ টি ইভেন্ট অংশ নেয়। বাংলা,হিন্দি, সাঁওতালি, উর্দু ভাষায় আবৃত্তি, বাংলা, সাঁওতালি নেপালী , ভাওইয়া সঙ্গীত, প্রবন্ধ রচনা, বসে আঁকো, নৃত্য, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা সহ বিভিন্ন বিষয় প্রতিযোগিতা হয়। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। জেলার প্রথম স্থানাধিকারীরা ২৯ সেপ্টেম্বর শেওড়াফুলিতে অনুষ্ঠিতব্য রাজ্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

মৈপীঠে আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিল

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী নাগরিক কমিটির উদ্যোগে কুলতলির মৈপিঠ কোস্টাল থানার গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের ভুবনেশ্বরী হাসপাতাল মোড় থেকে পেটকুলচাঁদ ব্রিজ পর্যন্ত কয়েক কিলোমিটার পায়ে হেঁটে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন ৮ থেকে ৮০ বছরের নাগরিক বৃন্দ। এখানে ছিল স্বাস্থ্যকর্মী আশা আইসিডি এস, স্কুল পড়ুয়া, গৃহবধূ চাষী মজদুরসহ সর্বস্তরের মানুষজন।
বেশ কয়দিন ধরে চলা মুষলধারে বৃষ্টির মধ্য দিয়েও এই মিছিল চলে।সবার মুখে একটি স্বর জাস্টিস ফর আরজিকর। ।তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে বিচার চায় আরজিকর।

প্রথম নজর

কুয়েতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ জাবের আল সাবাহ আর নেই

আপনজন ডেস্ক: কুয়েতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ জাবের মুবারক আল হামাদ আল মুবারক আল সাবাহ মারা গেছেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। (ইন্না লিল্লাহি...)

শনিবার কুয়েতের রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থা কুনার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।

শেখ জাবের ১৯৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুয়েতের প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। পরে বিভিন্ন সময়ে দেশটির সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। উপসাগরীয় অঞ্চলের এই দেশটির প্রশাসনিক ও আর্থিক বিভাগের পরিচালক ও সহকারী আন্ডার সেক্রেটারি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন শেখ জাবের। এছাড়াও দেশটির হাওয়ালি ও আহমাদি অঞ্চলের গভর্নরের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি।

তিনি সামাজিক বিষয়ক ও শ্রম মন্ত্রী এবং তথ্য মন্ত্রী সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে তিনি আমিরের অফিসে উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০০১ সালে শেখ জাবের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ২০০৬ সালে প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সহ উল্লেখযোগ্য সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

২০১১ সালে দেশটিতে নতুন সরকার গঠনের আগে পর্যন্ত এসব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সামলেছেন শেখ জাবের।

শেখ জাবের ২০১১ সালের নভেম্বর থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত কুয়েতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকাকালীন বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নয়ন ও চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে দেশকে পরিচালনা করেন তিনি।

মায়ানমারে ঝড়-বন্যায় ৭৪ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ঘূর্ণিঝড় ইয়াগি ও এর প্রভাবে সৃষ্ট বন্যায় মায়ানমারে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭৪ হয়েছে। এ ঘটনায় নিখোঁজ রয়েছেন ৮৯ জন। রোববার দেশটির সংবাদমাধ্যম গ্লোবাল নিউ লাইট এ তথ্য জানিয়েছে।

গত সপ্তাহে ঘূর্ণিঝড় ইয়াগি আঘাত হানার পর সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে মায়ানমার, ভিয়েতনাম, লাওস ও থাইল্যান্ডে সরকারি হিসাব অনুযায়ী এ পর্যন্ত মোট ৩৫০ জন মারা গেছে।

নিখোঁজ লোকজনকে উদ্ধারে কাজ করে যাচ্ছে উদ্ধারকর্মীরা এবং বন্যায় ৬৫ হাজার বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে ও পাঁচটি বাঁধ বিধ্বস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে মায়ানমারের সরকারি গণমাধ্যমটি। এর আগে শুক্রবার জান্তা সরকারের বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল, মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ৩৩ জনে এবং দুই লাখ ৩৫ হাজার লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে। বন্যার পানিতে মায়ানমারের মধ্যাঞ্চলের বিস্তীর্ণ ফসলি জমি ডুবে গেছে। নিচু এলাকা হিসেবে পরিচিত রাজধানী নেইপেডুসহ আশপাশের এলাকা এখনো পানির নিচে রয়েছে।

ফের উত্তাল হয়ে উঠল ইসরায়েলের তেল আবিব

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় উপত্যকায় হামাসের হাতে বন্দি ইসরায়েলিদের মুক্তির জন্য আরও প্রচেষ্টার আহ্বান জানিয়ে তেল আবিবের রাজপথে ব্যাপক বিক্ষোভ করেছেন হাজার হাজার মানুষ।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, গাজায় আটক বন্দিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে শনিবার সেনা সদরদফতর এবং অন্যান্য সরকারি ভবনের বাইরে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হন। পরে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে স্লোগান দেন তারা। এ সময় যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অঞ্চলে এখনও বন্দি হয়ে থাকা প্রায় ১০০ বন্দিদের ফিরিয়ে আনার জন্য ফিলিস্তিনি গ্রুপ হামাসের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর আহ্বান জানান তারা।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া বন্দিদের পরিবার জানিয়েছে, বন্দিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকারের কর্মকাণ্ডে তারা হতাশ। অনেকে চুক্তিতে পৌঁছতে না পারার জন্য তারা নেতানিয়াহুকে দোষারোপ করেছেন।

ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য নেতানিয়াহু যুদ্ধ বন্ধ করতে চান না বলে অভিযোগ তাদের।

গাজায় বন্দি ইসরায়েলি সেনা নিমরোদ কোহেনের ভাই সংবাদমাধ্যমকে বলেন, যতদিন নেতানিয়াহু ক্ষমতায় থাকবেন, এই যুদ্ধ অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে থাকবে এবং কোনও জিম্মি চুক্তি হবে না। জিম্মিদের জীবন বাঁচাতে নেতানিয়াহুকে অবশ্যই ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে।

দুই সপ্তাহ আগে গাজা থেকে ছয় বন্দির লাশ উদ্ধার করা হলে বাকি বন্দিদের ভবিষ্যত নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে ইসরায়েল। প্রধানমন্ত্রীকে দ্রুত হামাসের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর আহ্বান জানিয়ে গত সপ্তাহান্তে ইসরায়েলজুড়ে আনুমানিক সাড়ে ৭ লাখ মানুষ বিক্ষোভ করেছিলেন।

মুসলমান ও খ্রিস্টানদের দুই শতাধিক ঐতিহাসিক নিদর্শন ধ্বংস করেছে ইসরাইল

আপনজন ডেস্ক: ইহুদিবাদী ইসরাইল গাজা উপত্যকায় চলমান গণহত্যা অভিযানে এখন পর্যন্ত দুইশ'র বেশি ঐতিহাসিক নিদর্শন ধ্বংস করেছে।

গাজা উপত্যকায় ইহুদিবাদী ইসরাইলের সর্বসাম্প্রতিক হামলায় এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। পার্সটুডে ফার্সি জানাচ্ছে, এসব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে মসজিদ, গির্জা, যাদুঘর ও ঐতিহাসিক স্থাপনা।

ইসরাইল যেসব ঐতিহাসিক স্থাপনা ধ্বংস করেছে সেগুলোর মধ্যে ফিনিশিয়ান ও রোমান যুগের স্থাপনা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ থেকে ১৪০০ অব্দের স্থাপনাও রয়েছে।

গাজা উপত্যকায় ইসরাইল যেসব মসজিদ ধ্বংস করেছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে কবির-উল-উমর মসজিদ যেটি ১৪০০ বছর পূর্বে নির্মাণ করা হয়েছে।

গাজায় ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা বলছেন: উপত্যকায় ইহুদিবাদী সেনারা খ্রিস্টানদের যেসব ঐতিহাসিক স্থান এবং উপাসনালয় ধ্বংস করেছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে জাবালিয়ার বাইজেন্টাইন চার্চ, সেন্ট পোরফিরিয়াসের গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ এবং বালাচিয়ার বাইজেন্টাইন কবরস্থান।

ফিলিস্তিনের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস গাজা উপত্যকার ঐতিহাসিক নিদর্শন ধ্বংস করার প্রতিক্রিয়ায় বলেছে, ইহুদিবাদী ইসরাইল এই অপকর্মের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইন ও কনভেনশনগুলো লঙ্ঘন করেছে যেখানে উপাসনালয় ও ঐতিহাসিক স্থাপনা ধ্বংস নিষিদ্ধ রয়েছে।

ইহুদিবাদী ইসরাইল ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে পশ্চিমা দেশগুলোর সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে গাজা উপত্যকা ও পশ্চিম তীরের নিরপরাধ ও নির্যাতিত ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ভয়াবহ গণহত্যা শুরু করে।

গাজার স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে প্রকাশিত সর্বশেষ পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ইসরাইলি গণহত্যার শিকার হয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৪১ হাজার ফিলিস্তিনি শহীদ ও ৯৪ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। হতাহতের উল্লেখযোগ্য অংশই হচ্ছে নারী ও শিশু।

১৯১৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন দেশ থেকে ফিলিস্তিনি ভূমিতে ইহুদিদের অভিবাসনের মাধ্যমে ইসরাইল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৪৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই অবৈধ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ঘোষণা করা হয়। তারপর থেকে ফিলিস্তিনি জনগণকে হত্যা এবং তাদের গোটা ভূখণ্ড দখল করার জন্য বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য গণহত্যা চালিয়েছে ইসরাইল।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বিশ্বের বহু দেশ ইহুদিবাদী ইসরাইলের পতন কামনা করে। এসব দেশ মনে করে, ইসরাইলে উড়ে এসে জুড়ে বসা ইহুদিবাদীদের উচিত এই অবৈধ ঔপনিবেশিক শাসন ত্যাগ করে নিজ নিজ দেশে ফিরে যাওয়া।

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হলে ইসরাইলকে সহায়তা করবে না আমিরাত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হলে ইসরাইলের যুদ্ধ-পরবর্তী গাজা পরিকল্পনায় ইহুদি দেশটিকে সহায়তা করা হবে না বলে জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান শনিবার এক্স পোস্টে বলেন, 'সংযুক্ত আরব আমিরাত একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া গাজা যুদ্ধের পর সহায়তা দিতে প্রস্তুত নয়।' গত মে মাসে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজার জন্য একটি যুদ্ধ-পরবর্তী পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এতে তিনি দাবি করেন, তার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ফিলিস্তিনিরা 'নজিরবিহীন সমৃদ্ধি উপভোগ' করবে। ওই পরিকল্পনায় বন্দর, সৌর জ্বালানি, বৈদ্যুতিক গাড়ি কারখানায় বিনিয়োগ এবং গাজায় সদ্য আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র থেকে উপকৃত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। পরিকল্পনাটিতে তিনটি পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। এটি অনির্দিষ্ট 'বিজয়ের তারিখ' থেকে শুরু হবে, চলবে ২০৩৫ সাল পর্যন্ত। রোডম্যাপে বলা হয়েছে, গাজার ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলি দখলদারিত্বে, আরব রাষ্ট্রগুলোর (সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, মিসর, বাহরাইন, জর্ডান ও মরক্কো) তদারকিতে পরিচালিত হবে। নেতানিয়াহুর ওই পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়ায় আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে বলেন, এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা বা বাস্তবায়ন করার কোনো বৈধ অধিকার নেই। আর গাজা পরিকল্পনা নিয়ে আরব আমিরাতের সাথে কোনো আলোচনা করা হয়নি।

তিনি বলেন, গাজা উপত্যকায় ইসরাইলি উপস্থিতি আড়াল করার জন্য প্রণীত কোনো পরিকল্পনায় আমিরাত অংশ নেবে না।

আমিরাত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, ভ্রাতৃপ্রতীম ফিলিস্তিনি জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নকারী ফিলিস্তিনি সরকার গঠন ছাড়া আমিরাত ওই সরকারকে সব রকম সহায়তা দিতে পূর্ণভাবে প্রস্তুত নয়। গত জুলাই মাসের শেষ দিকে যুদ্ধের পর গাজার ভয়াবহ মানবিক সংকট নিরসনে সাময়িক আন্তর্জাতিক মিশনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিল।

গত ৭ অক্টোবর থেকে চলা গাজায় ইসরাইলের হামলায় অন্তত ৪১ হাজার ১৮২ জন নিহত হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছে ৯৫ হাজার ২৮০ জন।

আর্থিক সংকটে থাকা মালদ্বীপের পাশে বন্ধু চিন!

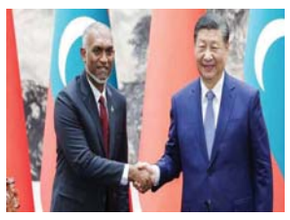

আপনজন ডেস্ক: ভারতের সঙ্গে সংঘাতের জড়ানোর ফলে আর্থিক সংকটে পড়েছে মালদ্বীপ। তার উপর মাথায় রয়েছে বড় অঙ্কের ঋণের বোঝা। আর এ পরিস্থিতিতে মালদ্বীপের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে চীন। মালেকে আর্থিক সাহায্য করবে বেইজিং। যা নিয়ে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে দুদেশের মধ্যে। 'চিনপন্থী' প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু ক্ষমতায় আসার পরই ফাটল ধরে ভারত-মালদ্বীপের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে। তার পর নানা কারণে সংঘাত আরও তীব্র হয়। জোর ধাক্কা খায় সেদেশের অর্থনীতি। যার ফলে জনগণের ক্ষোভ বাড়তে শুরু করেছে সরকারের প্রতি। এ পরিস্থিতিতে শুক্রবার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য চীনের পিপলস ব্যাঙ্ক অফ চীনের সঙ্গে চুক্তি করেছে মালদ্বীপের আর্থিক উন্নয়ন মন্ত্রণালয়। এই চুক্তির মাধ্যমে বিনিয়োগ ও লেনদেনের পথ প্রসস্ত হবে বলেই জানা গিয়েছে। এনিয়ে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং সংবাদমাধ্যমে জানান, 'চীন বরাবরের মতো এবারেও সামর্থ্যের মধ্যে মালদ্বীপের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করবে।' তবে ঠিক কীভাবে মালদ্বীপকে সাহায্য করা হবে তা নিয়ে বেশি কিছু জানায়নি কমিউনিস্ট দেশটি। উল্লেখ্য, ক্ষমতায় এসেই দেশ থেকে ভারতীয় সেনা সরানোর ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছিলেন মুইজ্জু। তার পর থেকে ভারতের সঙ্গে সংঘাতে জড়ায় মালদ্বীপ। এর পর গত মার্চ মাসে বিনামূল্যে মালেকে সামরিক সাহায্য করার জন্য চুক্তি করেছিল বেইজিং। মালদ্বীপকে ১২টি ইকো ফ্রেন্ডলি অ্যাম্বুল্যান্সও উপহার দিয়েছিল চীন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মধ্য ইউরোপে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা

আপনজন ডেস্ক: স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে মধ্য ইউরোপের দেশগুলো। সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেওয়ায় বিপর্যয় ঠেকাতে নানা প্রস্তুতি চলছে অঞ্চলটিতে। দক্ষিণ পোল্যান্ডের চারটি প্রদেশে ১৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টির আভাসের মধ্যে রোক্লোতে বন্যা ঝুঁকির ব্রিফিংয়ের পর দেশটির প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক বলেছেন, 'আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।' অস্ট্রিয়ায় ভারি বৃষ্টিপাত ও পার্বত্য এলাকায় তুষারপাতের কারণে এরইমধ্যে ভ্রমণ বিঘ্নিত হচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় এক হাজার সেনা প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন চ্যান্সেলর কার্ল নেহামার। সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, দুই দশক আগে বিপর্যয়কারী বন্যার পর এবার ঝুঁকি নিতে চাইছে না চেক রাজধানী কোনো ঝুঁকি নিচ্ছে না। ২০০২ সালে বন্যায় মেট্রো স্টেশন প্লাবিত হওয়া, রাবারের ডিঙ্গিতে করে বাসিন্দাদের সরিয়ে নেয়া এবং প্রাগ চিড়িয়াখানায় ডুবে যাওয়া হাতির ছবি স্থানীয়দের স্মৃতিতে গেঁথে আছে। শুক্রবার কথিত 'ডেভিলস ক্যানাল বা সার্তোভকা'র ভারী ইস্পাতের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভ্লাটাভা নদীর সঙ্গে পুনরায় মিলিত হওয়া খালটি প্রাগের ঐতিহাসিক মালা স্ট্রানা জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। ১৯৯৭ ও ২০০২ সালের মতো বিপর্যয়কর পরিস্থিতি ঠেকাতে নির্মিত সার্তোভকা গেটটির পেছনে ব্যয় হয়েছে ১ বিলিয়ন ইউরোর বেশি। প্রাগ আশা করছে, এই গেইট বন্যার ভয়াবহ পরিস্থিতি ঠেকাবে। এই সপ্তাহান্তে সবার মনোযোগ এখন দেশটির মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে উত্তর মোরাভিয়ার দিকে, যেখানে ১৯৯৭ সালে ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। বিবিসি জানিয়েছে, জেসেনিকি পর্বতমালায় আগামী তিন দিনে ৪০০ মিলিমিটার বৃষ্টি ঝরতে পারে, যা ওড্রা নদী এবং পোল্যান্ডের দিকে প্রবাহিত হবে। পথে বেশ কয়েকটি শহর ও গ্রাম অতিক্রম করবে সেই পানি। দক্ষিণ-পশ্চিম পোল্যান্ডে জরুরি পরিষেবার একটি ব্রিফিংয়ে অংশ নেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক পূর্বাভাস 'খুবই উদ্বেগজনক নয়' বলে জনগণকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি এও বলেন, দেশজুড়ে হুমকির কারণ হতে পারে এমন কোনো সতর্কতা দেওয়ার কোনও কারণ নেই।

জিওস্ফিয়ার অস্ট্রিয়া ফেডারেল ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, রেকর্ড শুরু হওয়ার পর থেকে অস্ট্রিয়া সবচেয়ে উষ্ণতম অগাস্ট পার করেছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪৪ মি.

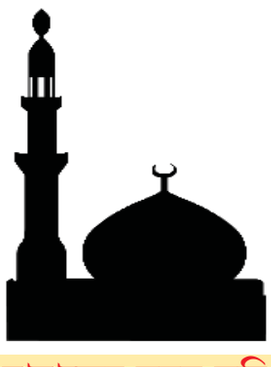

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০৩	৫.২৪
যোহর	১১.৩৬	
আসর	৩.৫৫	
মাগরিব	৫.৪৪	
এশা	৬.৫৫	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৩	

মিশরে যাত্রীবাহী দুই ট্রেনের সংঘর্ষ, নিহত ৩

আপনজন ডেস্ক: মিশরের জাগাজিগ শহরে দুইটি যাত্রীবাহী ট্রেনের সংঘর্ষে অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ৪৯ জন।

শনিবার দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, রাজধানী কায়রোর উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় শহরটিতে ঘটা এ ঘটনায় আহতদের সবাইকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা সঙ্কটজনক। উদ্ধার কাজ চলমান আছে। দুর্ঘটনায় পড়া এই দুই ট্রেনের একটি জাগাজিগ থেকে ইসমাইলিয়া শহরের দিকে যাচ্ছিল, অপরটি মনসুরা শহর থেকে জাগাজিগে আসছিল।

এবার ইসরায়েলে আঘাত হানল হুথিদের হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলে আঘাত হানল ২ হাজার কি.মি দূর থেকে ছোড়া হুথি ক্ষেপণাস্ত্র।

দখলদার মল্লুক্যবাদী ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে একটি হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। ক্ষেপণাস্ত্রটি নির্ভুলভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে বলে দাবি হুথি বিদ্রোহীর মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারের।

তিনি বলেন, "আমরা অধিকৃত ফিলিস্তিনের (ইসরায়েল) জাফফা এলাকার একটি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছি। হামলায় ব্যবহার করা হয়েছে হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। কোনো বাধা ছাড়াই এটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে।"

হুথি মুখপাত্র জানান, ইসরায়েলে আঘাত হানার আগে ক্ষেপণাস্ত্রটি ২ হাজার ৪০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ইয়েমেন থেকে দখলদার ইসরায়েলের ঘাঁটিতে পৌঁছাতে সময় লেগেছে প্রায় সাড়ে ১১ মিনিট।

তিনি আরও জানিয়েছেন, এই ক্ষেপণাস্ত্র আসার খবর পেয়ে ইসরায়েলে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ওই সময় ২০ লাখ ইসরায়েলি আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান নেন। দখলদার ইসরায়েলের এত মানুষ এর আগে কখনো একসঙ্গে আশ্রয় কেন্দ্রে যাননি।

হাইতিতে তেলবাহী ট্যাংকার বিস্ফোরণে নিহত ২৫

আপনজন ডেস্ক: ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশ হাইতির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে একটি তেলবাহী ট্যাংকার ট্রাক বিস্ফোরণে অন্তত ২৪ জন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো বহু মানুষ। তাদের মধ্যে অনেকেই গুরুতর দগ্ধ হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে দেশটির সরকারি কর্তৃপক্ষ জানায়, লোকজন ট্রাকটি থেকে চুইয়ে পড়া জ্বালানি তেল সংগ্রহের সময় শনিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

হাইতির সিভিল প্রটেকশন এজেন্সির প্রধান এমানুয়েল পিয়েরে জানান, মিরাগোয়ানে শহর এলাকায় এই বিস্ফোরণে আরও ৪০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকজনের শরীরের প্রায় পুরোটাই পুড়ে গেছে। এর আগে জানানো হয়েছিল, মৃতের সংখ্যা ১৬, তবে উদ্ধারকর্মীরা তাদের কাজ করতে গিয়ে আগুনে পোড়া আরও বেশ কয়েকটি মৃতদেহ বিস্ফোরণস্থলের আশপাশে পড়ে থাকতে দেখেন। আহতদের বন্দর শহর মিরাগোয়ানের সেইন্ট থেরেসে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই শহরটি রাজধানী পোর্ট অব প্রিন্স থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পরে অবশ্য ছয়জনকে আরও ভালো চিকিৎসার জন্য পোর্ট অব প্রিন্সের হাসপাতালে সরিয়ে নেওয়া হয়। এ ছাড়া আরও ১৩ রোগীর শরীরের ৮০ ভাগেরও বেশি পুড়ে যাওয়ার কারণে তাদের সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৫২ সংখ্যা, ৩১ ভাদ্র ১৪৩১, ১২ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

কুফল

উন্নয়নশীল বিশ্ব যেইভাবে চলিতেছে, তাহা এইভাবে খুব বেশি দিন চলিতে পারে না। যেই সকল দেশে একের পর এক সীমালঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়া চলে। সেই সকল দেশের জনগণ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একদা আন্দোলন-সংগ্রাম গড়িয়া তোলে। নিজেদের জীবন উত্সর্গও করে। ইহার মাধ্যমে তাহারা যেই সকল অধিকার অর্জন করিতে চাহে, তাহা সাময়িক সময়ের জন্য পাইলেও আবার তাহারা হইয়া পড়ে সেই সকল অধিকারহারা। অতঃপর নূতনভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের লড়াই করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। দীর্ঘদিন পর এই সকল দেশের মানুষ শিক্ষাদীক্ষায় উন্নতি লাভ করিয়াছে। দেশবিদেশ ঘুরিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জনকারী মানুষের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। ইহা ছাড়া বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির কারণে এই গ্লোবাল বিশ্ব ক্রমেই ছোট হইয়া আসিতেছে। পরিণত হইয়াছে এক গ্লোবাল ভিলেজ বা বৈশ্বিক গ্রামে। ইহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের সহিত তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির আদানপ্রদানও বাড়িয়াছে। এমতাবস্থায় উন্নয়নশীল দেশ পরিচালনায় যাহারা আছেন, তাহাদের আরো সতর্ক হইবার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন না করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা সীমালঙ্ঘনের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। এই সকল দেশের মানুষ কোর্ট-কাচারি ও অফিস-আদালতে গিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হইতেছে। বিচারের বাণী কাঁদিতেছে নীরবে-নিভৃতে। বিনা বিচারে অনেকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাটাইতেছে দিনের পর দিন। মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও সাজানো মামলার কারণে নিরপরাধ ও অসহায় বনি আদমের কান্নায় আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই সকল মামলা-মোকদ্দমার পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা জোগান দিতে গিয়া অনেকে নিঃস্ব হইয়া পথের ভিখারিতে পরিণত হইতেছে। যাহারা এইভাবে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাইতেছে, তাহারা একদিন যে প্রতিবাদমুখর হইবে না, তাহা নিশ্চয়তা দিয়া বলা যায় না। জীবনের দুঃসহ অভিজ্ঞতা হইতেই তাহারা শিখিতেছে প্রতিবাদের ভাষা। তাহারা যখন জাগিবে, তখন যদি এই সকল দেশে বিশৃঙ্খলা, ভাঙচুর, রক্তপাত ইত্যাদি দেখা দেয়, তখন সেই পরিস্থিতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা কি কল্পনা করা যায়? অতএব, কোনোভাবেই সীমা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। কেননা সীমালঙ্ঘনকারীকে সৃষ্টিকর্তা পছন্দ করেন না এবং সীমালঙ্ঘনকারীর পতন অনিবার্য। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, পশ্চিম পাকিস্তানের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে পূর্ব পাকিস্তান মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ২৩ বত্সরের শাসনামলে তাহারা যেই সকল অন্যায়-অবিচার করিয়াছিলেন, তাহার মাশুল শেষপর্যন্ত তাহাদের দিতে হইয়াছে। অনুরূপভাবে বিশ্বের যে কোনো দেশে বা অঞ্চলে যে কেহই বাড়াবাড়ি করুন না কেন, ইহার জন্য আজ হউক বা কাল হউক, তাহাদের মূল্য দিতে হইবেই। ন্যাচারাল জাস্টিস বলিয়া যে কথা প্রচলিত রহিয়াছে, ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনায় আমরা তাহার প্রতিফলন দেখিতে পাই। যাহারা অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সীমা লঙ্ঘন করেন, তাহাদেরও শেষ পরিণতি হয় একই। বাস্তবে এই সকল ঘটনা দেখিতে পাইয়াও কি আমরা শিক্ষা গ্রহণ করিব না? আমরা বলি না যে, কোনো দেশে দুর্নীতি ও অনিয়ম থাকিবে না; কিন্তু ইহা যেন সর্বদা সহনশীল থাকে, সেই প্রচেষ্টাই আমাদের চালাইয়া যাইতে হইবে। প্রসঙ্গত, আমরা এই কথাও বলিতে চাই যে, আজ যাহারা বিশ্বে যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে সীমা লঙ্ঘন করিতেছেন, পাখির মতো গুলি করিয়া মানুষ মারিতেছেন, মানুষের ঘরবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনকি হাসপাতালে বিমান হামলা চালাইয়া গুঁড়াইয়া দিতেছেন, নারী ও শিশুদের হত্যা করিতেছেন, তাহাদের এই বাড়াবাড়ির পরিণামও কখনো শুভ হইবে না। সমস্ত পৃথিবী আজ স্তব্ধ হইয়া তাকাইয়া রহিয়াছে এই সকল বেদনাদায়ক ঘটনাবলির দিকে। আমরা আজ এমন এক বিশ্বে বসবাস করিতেছি, যেখানে আমাদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। এক শক্তিধর নেতা প্রতিবেশী এক দেশের উপর হামলা চালাইয়া তাহার বেশ কিছু অঞ্চল দখল করিয়া এখন তাহা ছাড়িতে নারাজ। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিচুক্তি, যুদ্ধবিরতি ইত্যাদি শব্দগুলি শুনিতে ভালো লাগিলেও দুই পক্ষের যে নিরপরাধ হাজার হাজার মানুষ ইতিমধ্যে মারা গেল, তাহার বিচার কি হইবে না? আমরা মনে করি, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক যে পর্যায়েই হউক না কেন, সীমা লঙ্ঘন করিলে একদিন না একদিন ইহার কুফল ভোগ করিতে হইবেই। সুতরাং সময় থাকিতে এই ব্যাপারে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা কি উচিত নহে?

গণতান্ত্রিক দেশে শাসক ধারণা

প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতা

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর দেশটিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী, জনগণ তাদের ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে, যারা সংসদ বা বিধানসভায় গিয়ে দেশ পরিচালনার আইন প্রণয়ন করেন। কিন্তু স্বাধীনতার প্রায় আট দশক পার হলেও আজও আমরা "শাসক" ও "শাসিত" এই দুই শ্রেণীর ধারণার মধ্যে আবদ্ধ রয়েছি। লিখেছেন **পাশারুল আলম...**

গণতন্ত্র শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল "জনগণের দ্বারা শাসন।" যেখানে দেশের জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এবং জনগণের প্রতিনিধিরাই শাসন পরিচালনা করেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর দেশটিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী, জনগণ তাদের ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে, যারা সংসদ বা বিধানসভায় গিয়ে দেশ পরিচালনার আইন প্রণয়ন করেন। কিন্তু স্বাধীনতার প্রায় আট দশক পার হলেও আজও আমরা "শাসক" ও "শাসিত" এই দুই শ্রেণীর ধারণার মধ্যে আবদ্ধ রয়েছি। জেলা শাসক, মহকুমা শাসক প্রভৃতি শব্দাবলী এখনো প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বহুল প্রচলিত।

শাসক ও প্রশাসক: পার্থক্য ও বর্তমান অবস্থা:

স্বাধীনতার পরও "শাসক" শব্দটি ব্যবহার করা একটি ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার। ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতের জনগণকে শাসন করাই ছিল ব্রিটিশদের মূল লক্ষ্য। তখন প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মূল কাজ ছিল শাসকের ভূমিকা পালন করা। কিন্তু স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এসব প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করার কথা। তবুও, জেলা শাসক বা মহকুমা শাসক হিসেবে তাদের পরিচয় বহন করছে সেই পুরনো শাসন ব্যবস্থার মানসিকতা। আজকের প্রেক্ষাপটে, গণতান্ত্রিক দেশে শাসকের মতো ভূমিকা পালন করা মোটেও কাম্য নয়। জনসেবা এবং প্রশাসন পরিচালনার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকা উচিত। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাজ হলো সরকারের নীতি ও আইন বাস্তবায়ন করা এবং জনগণের সেবা নিশ্চিত করা। কিন্তু 'শাসক' শব্দটি ব্যবহারের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতার অপব্যবহার এবং দুর্নীতির সৃষ্টি হয়। এই মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন নতুন ধরণের চিন্তাভাবনা।

গণতন্ত্রে শাসকের ধারণার অপ্রাসঙ্গিকতা:

গণতন্ত্রে শাসক আর শাসিতের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন থাকা উচিত নয়। জনগণই আসল ক্ষমতার অধিকারী, আর জনসেবকরা তাদের সেবা করার জন্য নিয়োজিত। কিন্তু যখন আমরা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের "শাসক" হিসেবে অভিহিত করি, তখন একটি মানসিক ফাঁক তৈরি হয় যা গণতন্ত্রের মূল আদর্শের পরিপন্থী। গণতান্ত্রিক দেশে শাসনের ধারণা নয়, বরং সেবার ধারণা বেশি গুরুত্ব পাবে। জনগণের প্রতি জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, এবং সেবা প্রদানই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূল চাবিকাঠি হওয়া উচিত।

পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা:-

১. প্রশাসনিক পদবীগুলোর পুনর্গঠন: প্রথমেই 'শাসক' শব্দটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত শব্দাবলী থেকে বাদ দেওয়া উচিত। এই পদবীগুলোর পরিবর্তে এমন পদবী নির্ধারণ করা দরকার যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২. মানসিকতার পরিবর্তন: শুধু নাম পরিবর্তন করলেই চলবে না, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মধ্যে জনসেবার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। জনগণকে শাসন করা নয়, বরং তাদের সেবা করাই হবে প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য।

জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা: সরকারি কর্মকর্তাদের কাজের জন্য জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে। যাতে জনগণের আস্থা পুনঃস্থাপিত হয় এবং গণতন্ত্রের সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

উপসংহার:

গণতন্ত্রের মূলে রয়েছে জনগণের শাসন। জনগণের প্রতিনিধি এবং প্রশাসন সবাই মিলে জনসেবার মানসিকতায় কাজ করলেই প্রকৃত গণতন্ত্রের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব। 'শাসক' ও 'শাসিত' এর ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে জনগণের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে একটি জনবান্ধব রূপ দেওয়াই গণতান্ত্রিক দেশের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।

৬১৪টি মাদ্রাসায় ২৯৭টি চতুর্থ শ্রেণী পদে নিয়োগের প্রস্তুতি দেরিতে হলেও আশার আলো

এস এম শামসুদ্দিন

রাজ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের অধীন সরকার পোষিত ও সহয্যপ্রাপ্ত ৬১৪ টি মাদ্রাসার চতুর্থ শ্রেণী পদে হাইকোর্টের নির্দেশে নিয়োগের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে নিয়োগের জন্য মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন নিয়োগের জন্য এই প্রস্তুতি।

২০১০ সালে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন এর তত্বাবধানে সার্ভিস কমিশন রাজ্যের মাদ্রাসগুলির চতুর্থ শ্রেণী পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করলেও শেষ পর্যন্ত নিয়োগ করতে পারেননি। ২০১০ সালে এই পদের জন্য প্রায় ১লক্ষ ৮০হাজারের মতো আবেদন জমা পড়ে। কিন্তু এর মধ্যে ২৪হাজার এর কিছু বেশি জন আবেদনকারীকে লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত করা হয়। সে সময় আবেদন কারীদের মধ্যে প্রায় ১লক্ষ ১০,হাজার জন্ আবেদনকারীকে লিখিত পরীক্ষার জন্য ডাকা হয় নি কেন ? এই অভিযোগে নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন কারীদের মধ্যে বিচার প্রার্থী হয়। দীর্ঘ ১৪ বছর এই বিষয়ে কোনও হেলদোল ছিল না। ২০১০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত যদিও রাজ্যের মাদ্রাসা গুলিতে চতুর্থ শ্রেণী পদ চাকুরী জীবীরা আরও অবসর নিয়েছে ফলে আরও পদ শূন্য হয়েছে। বর্তমানে সে সংখ্যা ঠিক কত সে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় নি। মাদ্রাসা গুলিতে চতুর্থ শ্রেণী পদে দীর্ঘকাল শূন্য থাকায় এবং নিয়োগ না হওয়ায় এক রকম অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ২০১০ সালে শূন্য পদ ২৯৭ টি হলেও দীর্ঘ ১৪ বছর পর মোট কত শূন্য পদ সৃষ্টি হয়েছে তা যোগ করে মোট শূন্য পদ বলা হয় নি। এই সংখ্যাটি আরও অনেক বেশি সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করলেও যেহেতু বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়ায় এবং আদালতের নির্দেশ না পাওয়ায় নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারছিলেন না মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। দীর্ঘ ১৪ বছর পর এই নিয়োগ পক্রিয়া শুরু হওয়ায় অসংখ্য আবেদন কারি থেকে মাদ্রাসা গুলো আশার আলো দেখছেন। কিন্তু কিছু কিছু পদপ্রার্থীদের অভিযোগ ও নানান প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছে আবার নিয়োগ আটকে পড়বে না তো আইনের ঘেরাটোপে ?

মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন এত কম সময়ে লক্ষাধিক পরীক্ষার্থীর খাতা পরীক্ষা করে যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। রাজ্যের মাদ্রাসাগুলোতে চতুর্থ শ্রেণী পিয়ন পদ ছাড়াও করণিক থেকে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক পদে শূন্যতার ফলে মাদ্রাসাগুলো এক চরম অচলাবস্থার সম্মুখীন।

যদিও আদালতের নির্দেশকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্র নিয়ে সার্ভিস কমিশন প্রক্রিয়া শুরু করেছে এবং প্রথমবার ২০১০ সালে ২৪ হাজারের কিছু বেশি প্রার্থী সহ এবারে নতুন নোটিফিকেশন দিয়ে প্রায় ৭৩ হাজার পদ প্রার্থী আবেদন কারীকে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মোট ৩২৩৩ জনকে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানাগেছে। গতবার নির্বাচিত ২৪,৫০০র কিছু বেশি ও এবারে ৭৩ হাজারের কিছু বেশি সংখ্যক পরীক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয় গত ১ সেপ্টেম্বর আর ফল প্রকাশ করা হয় ১৩ সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট প্রায় এক লক্ষর বেশি পরীক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষার খাতা মাত্র ১২/১৩ দিনে পরীক্ষা করে মোট ৩২৩৩ জনকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রের খবর। ২৯৭ টি পদের জন্য ৩২৩৩ জনকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য সত্বর ডাকা হবে বলেও জানা গেছে।

মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের সুযোগ্য নেতৃত্বে এত কম সময়ে লক্ষাধিক পরীক্ষার্থীর খাতা পরীক্ষা করে যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।

রাজ্যের মাদ্রাসাগুলোতে চতুর্থ শ্রেণী পিয়ন পদ ছাড়াও করণিক থেকে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক পদে শূন্যতার ফলে মাদ্রাসাগুলো এক চরম অচলাবস্থার সম্মুখীন। মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীদের সাংখ্যালঘু বৃত্তি থেকে বই খাতা,ব্যাগ সাইকেল,স্কুল পোশাক, মিড ডে মিলের খাওয়ার, সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা প্রদানে সরকার দরাজ দিল, কিন্তু পঠন পাঠনের মান উন্নয়নে যেখানে কর্মী ও সহ শিক্ষক শূন্য পদগুলোতে নিয়োগ না হওয়ায় পাঠদানে ছাত্র ছাত্রীরা বঞ্চিত। বছরের পর বছর শিক্ষক শিক্ষিকাহীন বিষয়ভিত্তিক ভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকলেও কর্মী ও শিক্ষক বিহীন অচলাবস্থার ফলে প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রকৃত উদ্দেশ্যেই ব্যাহত বলে অসংখ্য মাদ্রাসা শিক্ষানুরাগীদের অভিমত। রাজ্যের মাদ্রাসাগুলোর অভাব অভিযোগ ও সমস্যার সমাধানে মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা ও উন্নয়ন দপ্তরের আরও বেশি আন্তরিক ও সজাগ থাকা একান্ত আবশ্যক বলে বহু মাদ্রাসার শিক্ষকগণ মনে করেন। *(মতামত লেখকের ব্যক্তিগত)*

'বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা, প্রশিক্ষণ দেওয়াও ইমাম-মুয়াজ্জিনদের কাজ'

মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাসের বিশেষ সাক্ষাৎকার

ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সুবিধা অসুবিধা তুলে ধরা, অধিকার আদায় এবং পারস্পারিক ঐক্য রক্ষার্থে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে 'অল-বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট।' দেশের শান্তি-সম্প্রীতি-সংহতি-ঐক্য রক্ষার্থে সর্বধর্ম সমন্বয়ে সম্প্রীতি সভা, রক্তদান শিবির, বৃক্ষরোপণ, শিক্ষা অর্জনে উৎসাহিত করার পাশাপাশি মাদকবিরোধী পরিবেশ গড়ে তোলা, বাল্যবিবাহ রোধ, সামাজিক ব্যাধি রোধে সচেতনতা শিবির ইত্যাদি সামাজিক কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে 'অল-বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে অকপট মন্তব্য করেছেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বিশিষ্ট শিক্ষক ও লেখক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন 'আপনজন' সাংবাদিক এম মেহেদী সানি।

■ 'অল-বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্টে'র লক্ষ এবং উদ্দেশ্য কি?

□ ইমাম-মুয়াজ্জিনরা সমাজের সবচেয়ে ভালো এবং সম্মানজনক কাজের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু পারিশ্রমিক নাম মাত্র, সেই ইমাম-মুয়াজ্জিন-আলেমদের জীবনটা সুন্দর করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য, তাঁদের হালাল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত করে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা, ভাতা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা, তাঁদের পরিবার ও ছেলেমেয়ের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের পরিষেবা দেওয়া, বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়াই আমাদের প্রধান কাজ। পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সাধনের উদ্দেশ্যে আমরা সর্বদা কাজ করে চলেছি।

■ ইমাম মুয়াজ্জিন ভাতা বৃদ্ধির দাবি কতটা সঙ্গত? ইমাম মুয়াজ্জিনদের সুবিধা নিয়ে সরকারের কাছে আরোও কি কি দাবি রয়েছে..?

□ সার্বিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে ভাতা বৃদ্ধির আবেদন যথেষ্ট সঙ্গত, আমরা চাই রাজ্য সরকার যত দ্রুত সম্ভব অন্যান্য রাজ্যের মত ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সম্মানজনক ভাতা প্রদান করুন। রাজ্য সরকার তথা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে

আমাদের দাবী, পাঁকা বাড়ি হয়নি এমন ইমাম মুয়াজ্জিনদের জন্য ঘরের ব্যবস্থা, ওয়াকফ বোর্ড থেকে পরিচয়পত্র দেওয়া, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বৃত্ত নিগমের পক্ষ থেকে থেকে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া ইত্যাদি।

■ ইমামতির ক্ষেত্রে ইমামদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?

□ ভাতা নতুন ও পরিবর্তন সংক্রান্ত অনেক সমস্যা আসে আগামীতে ইমাম মুয়াজ্জিনদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা করা হবে ব্লক ভিত্তিক।

■ নতুন ভাতা এবং রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন পেন্ডিং থাকা সহ বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। আপনার সংগঠনের পদক্ষেপ কি?

□ ভাতা নতুন ও পরিবর্তন সংক্রান্ত অনেক সমস্যা আসে

আমাদের কাছে। কোনো কারণে ভাতা বন্ধ হয়ে গেলে সমাধানের জন্য জেলা থেকে কলকাতায় ওয়াকফ বোর্ডে যেতে হয়,যা বয়স্ক ও প্রবীণদের জন্য অসম্ভব। তাছাড়া অনেক বিডিও, পৌরসভা অফিসে বহুদিন ধরে আবেদন পত্র জমা পড়ে থাকার ফলে কাজ না হওয়ার অভিযোগ আসে। এ বিষয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি প্রদান করব। আমাদের দাবি যথাযথ কর্মী নিয়োগ করে সমস্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে, তাহলে ইমামদের হয়রানি কমবে। পাশাপাশি পুরোনো নিয়ম পরিবর্তন করে ২০১২ সালের পরে তৈরি হওয়া মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনদেরও ভাতা দেওয়া হোক।

■ রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে ঈদের ছুটি বৃদ্ধির দাবি উঠছে, আপনাদের বক্তব্য কি?

□ ঈদের ছুটি বাড়ানো উচিত এবং ঈদের আগের বা পরের দিন কোনো পরীক্ষা রাখা উচিত নয়।

■ তৃণমূল আমলে সংখ্যালঘু উন্নয়নের গতি প্রকৃতি নিয়ে আপনারা কতটা সন্তুষ্ট?

□ সংখ্যালঘু উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমলাদের একাংশের নিষ্ক্রিয়তা ও অনিচ্ছার জন্য যতোটা উন্নয়ন হওয়া উচিত ছিল ততোটা হচ্ছে না। বিশেষভাবে সরকারি চাকরির সংখ্যানুপাতিক হার সেভাবে বাড়েনি। সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর থেকে প্রত্যেক ব্লকে আবাসিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হওয়া দরকার।

■ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েদের উন্নয়ন এবং উত্তরণের পথ দেখাতে কি বার্তা দেবেন?

□ শিক্ষা অর্জন করতে হবে। আদর্শের সাথে জাগতিক শিক্ষা অর্জন করতে হবে। না খেয়েও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে হবে। তবেই সমাজ সংস্কার হবে এবং জাতির উন্নয়ন সাধন সম্ভব।

■ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন এবং অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে সমন্বয় রেখে শান্তি সম্প্রীতি সমৃদ্ধির জন্য কি বার্তা দেবেন?

□ মুসলিম সমাজের ঐক্য,সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। বাঁচতে গেলে এক হতে হবে, মিল্লি ঐক্য খুবই প্রয়োজন। অন্যদিকে দেশের সব হিন্দু সাম্প্রদায়িক নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ধর্মনিরপেক্ষ ও শান্তি প্রিয়। দাঙ্গা, অসহিষ্ণুতা ও ঘৃণা রোধ করতে গেলে শান্তিপ্রিয় মানুষদের নিয়ে সম্প্রীতির প্রচার একান্ত প্রয়োজন। শান্তি-সম্প্রীতি-সংহতি-ঐক্য রক্ষার লক্ষ্যে আমরা পুরোহিত সংগঠনের সঙ্গে একযোগে কাজ করে থাকি।

■ ওয়াকফ সংশোধনী আইন এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে কতটা চিন্তিত?

□ ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিল করতে হবে। এটা সরাসরি ধর্মের উপর আঘাত। অভিন্ন দেওয়ানি বিধিও মুসলিম পার্সোনাল ল'কে শেষ করে দেওয়ার একটি চক্রান্ত। যা মুসলমানদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

■ দেশজুড়ে মব লিঞ্চিং, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা নিয়ে কি বলবেন?

□ ক্রমবর্ধমান মবলিঞ্চিং ও সাম্প্রদায়িক হিংসা চূড়ান্ত অন্যায় ও অমানবিক, যা দেশের ঐতিহ্য নষ্ট করছে, আক্রান্ত হচ্ছেন মুসলিমরা। সরকারকে আইন এনে অপরাধ রোধ করতে হবে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

প্রথম নজর

ওবিসি সমস্যা, ওয়াকফ সম্পত্তি সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনায় 'পিস'

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সিউড়ি

আপনজন: রবিবার বীরভূম জেলার সিউড়িতে অনুষ্ঠিত হল প্রগ্রেসিভ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এমপাওয়ারমেন্ট (পিস) এর জেলা সম্মেলন। ওবিসি সংরক্ষণ সমস্যা সমাধান মূলক আলোচনা সভা এবং সমগ্র দেশের ওয়াকাফ সম্পত্তি রক্ষার পক্ষে বিশেষ আলোচনা সভা। পিস সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল হাদীর সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন হীরালাল ভক্ত কলেজের প্রিন্সিপাল নুরুল ইসলাম, সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ তৌহিদ আহমেদ খান, ই.সি. কমিটির সদস্য শেখ মনিরুল ইসলাম মন্ডল ও হযরত আলী, বীরভূম জেলা মিটিংয়ের মূল আয়োজক তথা সিউড়ি বেনীমাধব হাই স্কুলের শিক্ষক শামসুর রহমান, ডব্লিউ.বি.সি.এস. অফিসার নাঈমুর রহমান, সিউড়ি পৌরসভার প্রাক্তন কমিশনার ইয়াসিন আক্তার, আউসগ্রাম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তকির মন্ডল, বীরভূম হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আবুল খায়ের। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে যোগদান করেছিলেন বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারীবৃন্দ । সফলভাবে সাংগঠনিক আলোচনা হওয়ার পর বীরভূম জেলা কমিটি গঠন করা হয়। অধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম সাহেব বলেন, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী তাদের বৃহৎ ক্ষতির অবস্থা সম্পর্কে অবহিত নন। আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সম্মিলিতভাবে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্প্রীতি রক্ষা করে চলতে হবে । সংগঠনের ট্রেজারার তথা আরটিআই অ্যাক্টিভিস্ট তৌহিদ আহমেদ খান বলেন, দেশে রেল ও প্রতিরক্ষার পর সবচেয়ে বেশি সম্পত্তি রয়েছে কেন্দ্রীয় ওয়াকাফ কাউন্সিলের নিকটে। সংখ্যালঘু মুসলিমদের ওয়াকফ সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ ও দখল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছ । নতুন ওয়াকফ সংশোধনী ২০২৪ বিলে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা ওয়াকফ সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ নিতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার প্রকৃতি পরিবর্তন করে অতি সহজে সরকারি সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করার সূক্ষ্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে চায়। যা সংখ্যালঘু মুসলিমদের জন্য আরও একটি সামাজিক বিপর্যয় নিয়ে আসবে। আগামী অক্টোবর মাসের ১৩ তারিখপশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় পিসের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়।

ডাঁসা নদীর উপরে পুরনো ব্রিজে প্রাণ হাতে নিয়ে ঝুঁকির পারাপার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: দিনের পর দিন প্রাণ হাতে নিয়ে করতে ঝুঁকির পারাপার। সুন্দরবনের সেতুর বেহাল কঙ্কালসার অবস্থা। অটো-টোটো গেলেই নড়ে ওঠে গোটা সেতু। ক্ষোভে ফুঁসছেন সুন্দরবনের বাসিন্দারা। বসিরহাটের সুন্দরবনের হাসনাবাদ ব্লকের মাখালগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের চক কুলিয়াডাঙ্গা গ্রামের ডাঁসা নদীর উপরে রয়েছে একটি কংক্রিটের ব্রিজ। সেই ব্রিজ প্রায় ৫০ বছর পুরনো। বর্তমানে সেই সেতুর অবস্থা এতটাই নড়বড়ে যে একপ্রকার প্রাণ হাতে নিয়েই যাতায়াত করতে হয় হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে। শহর টাকি ও হাসনাবাদ ব্লকের সঙ্গে সুন্দরবনের সন্দেশখালি ১নং ও মিনাখাঁ ব্লকের সংযোগকারী এই সেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হাসনাবাদ থেকে নয়াজাট বা মিনাখাঁ বা মালঞ্চ যেতে গেলে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার পথ ঘুরে যেতে হয়। এই ব্রীজের উপর দিয়ে গেলে একদিকে যেমন সময় বাঁচে অন্যদিকে কমে যায় তেল খরচ। অথচ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশায় পড়ে রয়েছে কংক্রিটের এই সেতুটি। বাম আমলের প্রথম দিকে এই সেতুটি নির্মিত হয়। তারপর থেকে এই সেতুর সংস্কারের কোনো কাজই হয়নি। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে বেশ কয়েকটি রুটের অটো, টোটো এমনকি চারচাকা গাড়িও। একদিকে বেশ কয়েকটি প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যেমন এই ব্রিজটি ব্যবহার করেন। অন্যদিকে কলেজ পড়ুয়া থেকে শুরু করে টাকি গ্রামীণ হাসপাতাল যাওয়ার অন্যতম শর্টকাট রাস্তা এই সেতু। যার ফলে এই সেতুটিকে ঘিরে তাদের দৈনন্দিন জীবন নির্ভর করে এলাকার কয়েক হাজার মানুষ। ৮ ফুট চওড়া ও ১০০ ফুট লম্বা এই ব্রিজে দুটি অটো পাশাপাশি যাতায়াত করতে পারে না। অন্যদিকে যাত্রী বোঝাই অটো বা টোটো ওই ব্রিজের উপর দিয়ে গেলে পুরো সেতুটি দুলে ওঠে। কোথাও বেরিয়ে রয়েছে লোহার শিক, আবার কোথাও খসে পড়েছে চাঙড়। আর ব্রিজের উপরে কংক্রিট বা পিচের রাস্তার কোনো বালাই নেই। বৃষ্টি হলে দুর্ভোগ আরো বাড়ে। সেতুর উপরে জল জমে এক প্রকার নাজেহাল অবস্থা হয়ে যায় স্থানীয় মানুষদের। যর ফলে বেজায় ক্ষুব্ধ এই এলাকার মানুষ।

বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর দায় কার? রক্তদান শিবিরে প্রশ্ন বিধায়কের

এম মেহেদী সানি ● আমডাঙ্গা

আপনজন: রক্তদান শিবির থেকে আরজি করের ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হলেন তৃণমূলের বিধায়ক নেতৃত্বরা । রবিবার আমডাঙ্গার রামপুর-রাহানা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে আমডাঙ্গা কে এস এইচ রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক ও তৃণমূল নেতা নুরুল হকের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। স্থানীয় মাদ্রাসার কুরআনের হাফেজা দুই ছাত্রী রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব ও তাৎপর্য কথোপকথন এর মাধ্যমে তুলে ধরে সকলকে মুগ্ধ করেন ।উপস্থিত ছিলেন আমডাঙ্গার বিধায়ক রফিকার রহমান সহ এক ঝাঁক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব । এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখার সময় তৃণমূল নেতা ও বিধায়ক রফিকার রহমান আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্ম বিরতির অবসান ঘটিয়ে সকল ডাক্তারদের কাজে ফেরার অনুরোধ জানান। রাজ্যজুড়ে যারা আরজি করের ঘটনাকে ঢাল করে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে সুর চড়ান বিধায়ক। সাম্প্রতিক সময়ে ডাক্তারদের কর্ম বিরতির ফলে বিনা চিকিৎসায় সরকারি হাসপাতালগুলোতে রাজ্যের যে সমস্ত সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে তাঁর দায় কার ? বিচার কে দেবে? বলেও প্রশ্ন তোলেন রফিকার। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারকে রাজ্য সরকারের তরফে যে সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে তাও উল্লেখ করেন তিনি। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থেকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং বিভাজনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে রক্তদান শিবির একটি অন্যতম মাধ্যম বলে মনে করেন রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক ও তৃণমূল নেতা নুরুল হক। তিনি বলেন এবার চতুর্থ বর্ষের রক্তদান শিবিরে প্রায় একশ জন রক্তদান করেন। মহিলা রক্তদাতার সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ জন। এ দিন উপস্থিত ছিলেন আমডাঙ্গা ব্লক সভাপতি জ্যোতির্ময় দত্ত, জেলাপরিষদের সদস্য প্রবীর ঘোষ, সুচেতা পাত্র চক্রবর্তী, কর্মাধ্যক্ষ নুরুল মঈন, শরীফুদ্দিন কয়াল, কালিমুল্লা মাস্টার, মিনহাজউদ্দিন টোটন, আব্দুস সাত্তার, সাহিদ আরিফ মোল্লা এমদা মোল্লা, বাবলু, নুটু প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জমিয়তের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেমারি

আপনজন: ২০২৩-২৫ সালের জমিয়তের জেলা নির্বাচন রবিবার মেমারি জামিয়া ক্যাম্পাসে করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাওলা মুহাম্মাদ হাজিবুদ্দীন কাসেমী। নির্বাচনী পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্বারী শামসুদ্দীন আহমাদ। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত স্থানীয় সর্বভারতীয় স্তরে জমির যে কর্মযজ্ঞ খবর রয়েছে তা উপস্থিত শ্রোতা সদস্যদের কাছে ধরেন।সদস্যদের উপস্থিত প্রতিনিধি উপস্থিত টার্মে পূর্ব বর্ধমান জেলার সভাপতি নর্বাচিত হয়েছেন মাওলানা মুহাম্মাদ হাজিবুদ্দীন কাসেমী। সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ক্বারী মুহিবুল্লাহ ও ক্বারী সালমান। সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন জাহাঙ্গির ইসলাম। সহ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন চারজন। এরা বার হাফেয মুহাঃ সেলিম, মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা শেখ ইনসান আলি, ডাঃ শফিকুল ইসলাম। আর কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন সমাজসেবী লুতফর রহমান। সভাপতির দুয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

মুম্বাইয়ে সহকর্মীর হাতে ফের খুন হলেন মালদার পরিযায়ী শ্রমিক

নাজমুস সাহাদত ● কালিয়াচক

আপনজন: ফের ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক খুন। বেশ কিছুদিন আগেই রাজস্থান এর জয়পুরে পিটিয়ে খুন করা হয়েছিল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ভিঙ্গোল গ্রাম পঞ্চায়েতের মিসকিনপুর গ্রামের বাসিন্দা মতি আলিকে। আবারও এক বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক আব্দুর রাহমানকে মুম্বাইয়ের কালিয়ানে লোহার হাতুড়ি দিয়ে মাথায় মেরে খুন করল তার একজন সহকর্মী। মৃত ওই পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি মালদার কালিয়াচকের জালালপুর এলাকার ফতেখানি রোস্তমপাড়ার আব্দুর রাহমান (৩৭)। পরিবারসূত্রে জানা যায়, তিন মাস আগে মুম্বাইয়ের কালিয়ানে রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়েছিল আব্দুর রাহমান। সেখানে তারা তিন বন্ধু আব্দুর রাহমান, সালিম ও তাওরাত এক ঘরেই থাকতেন। আজকে হটাৎ সকালে ফোনের মাধ্যমে জানতে পারে তাকে সালিম নামে একজন রবিবার ভোর ৪ টা নাগাদ ঘুমের মধ্যেই মাথায় হাতুড়ি দিয়ে কয়েকবার আঘাত করে পালিয়ে যায়। তারপর ঘরে থাকা আর একজন ও পাশের ঘর থেকে সহকর্মীরা এসে আব্দুর রাহমানকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই খবর পেয়ে মুম্বাই পুলিশ তৎক্ষণাৎ ওই সালিমকে কালিয়ান স্টেশন থেকে গ্রেফতার করেন। ওই সালিম সেখ (৪৫) এর বাড়ি মালদার কালিয়াচকের জালালপুর এলাকার ফতেখানি মহরিলপাড়ায়। মৃত ওই শ্রমিকের দেহ সোমবার মুম্বাই থেকে কোলকাতা বিমানবন্দরে নেমে এম্বুলেন্সে বাড়ি ফিরবে আব্দুর রাহমানের কফিন বন্দি দেহ। মৃত ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারে রয়েছে তার স্ত্রী হাজেরা বিবি (৩২) ও একটি মাত্র মেয়ে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী রাইহানা খাতুন (১২)। মৃতের স্ত্রী হাজেরা বিবি জানান, আমার স্বামী খুব পরিশ্রমী ছিল ভালো কাজ করত। আমার স্বামীর কাজ ও রোজগার দেখে হিংসাতেই আমার স্বামীকে খুন করেছে বলে মনে হচ্ছে। আমি আমার স্বামীর হত্যাকারী সালিমের ফাঁসির দাবি জানাচ্ছি। আমার স্বামীর সাথে আমার ও মেয়ের রাত্রি ৯ টা নাগাদ ভালোভাবেই কথা হয়েছিল। আজকেই তার পরিশ্রমের টাকা পাঠানোর কথা ছিল আর ভোর সকালেই তার মৃত্যুর খবর শুনে স্তব্ধ হয়ে পড়লাম। এখন আমি ও আমার একমাত্র নাবালক মেয়ে কি করব? কে আমাদের সাহায্য করবে! কে আমাদের দেখবে? আমার স্বামীর মৃত্যুতে আমরা এখন অসহায় হয়ে পড়লাম। এখন কোথায় কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না ও আমার বাবা মায়ের পরিবারও খুব গরিব। আমি উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছি, আমাদের জন্যে কোনো কিছুর ব্যবস্থা করে দিক সরকার। সরকার যেন আমাকে কোনো কাজ দেয় যাতে আমার ও আমার মেয়ের বাকি জীবনটা পার হয়। আমাদের তো এখন কেউ থাকল না, কোনো কাজ না দিলে আমার একমাত্র মেয়েকে নিয়ে আমরা কিভাবে বাঁচব!

সংখ্যালঘু বিষয়ে মনোজ্ঞ সেমিনার বারুইপুরে

জাহেদ হোসেন ও সাইফুল লস্কর ● বারুইপুর

আপনজন: রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর রেল স্টেশন সংলগ্ন কমলা ক্লাবের সভাঘরে 'ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়: অতিত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হল। এর আয়োজন করে সম্প্রতি গঠিত সমাজসেবী সংগঠন 'বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদ।' সংগঠনের সহ সভাপতি আব্দুর রউফের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সেমিনারে সভাপিতত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত মাদ্রাসা শিক্ষক মাওলানা মোজাফফার হোসেন। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাহান আলী পুরকাইত। তিনি বর্তমান ক্ষয়িষ্ণুকালীন সমাজে নাগরিক অধিকার, সমাজিক ন্যায়, সাম্য, সম্প্রীতি ও নিরাপত্তার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন। প্রধান অতিথি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার সৈয়দ নুরুস সালাম প্রান্তিক ও সংখ্যালঘুদের কোনঠাসা ও বঞ্চিত থাকার বিষয়ে বিষদে আলোচনা করেন। বিশেষ অতিথি সরসুনা কলেজের অধ্যাপক অমিত কুমার সিং সংখ্যাগরিষ্ঠের সন্ত্রাস, ইতিহাসের বিকৃতি ও সংবিধান পরিবর্তনের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। পান্ডবেশ্বর কলেজের অধ্যক্ষ নাসির উদ্দিন বর্তমান পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘুদের করনীয় কি সে বিষয়ে পরামর্শ দেন। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপিকা পিঙ্কি ইশা, ফাদার শেমোল ঘড়ুই, ফাদার পৃথ্বিরাজ, ড. সামসুল আলম, অধ্যাপক মইনুল ইসলাম, অধ্যাপক সুরঞ্জন মিদ্দে, অধ্যাপক কুতুবউদ্দিন মোল্লা, আইনজীবী হাফিজুর রহমান, ইমতিয়াজ আহমেদ মোল্লা, মাওলানা আনোয়ার হোসেন কাসিমি, গৌতম মন্ডল প্রমুখ। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি মন্ডলীর সদস্যা অধ্যাপিকা সালেহা বেগম, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য মাওলানা আব্দুল কাদের, মাওলানা আবুল কালাম, মাওলানা ইউসুফ আলী, আব্দুল কাহার,সাবির হোসেন, আকবার আলি, কোষাধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, ফিরোজ জুলফিকার প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সহ সভাপতি প্রাক্তন শিক্ষক এ.কে এম. গোলাম মোর্তজা।

আচমকা ভেঙে পড়ল মাটির বাড়ি

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: টানা বৃষ্টির ফলে গলসিতে আচমকা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পরল একটি যৌথ্য পরিবারের বসত বাড়ি। বরাত জোরে রক্ষা পেল বাড়িতে থাকা বেশ কয়েকটি পরিবার। ঘটনায় গৃহ হারা হয়ে পরলেন গলসি ১ নং ব্লকের জাগুলিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সেখ মোরসেলিম, সেখ লালমহম্মদ ও সেখ আলহুদার পরিবার। আলহুদার বিকল্প মাথা গোঁজার ঠাঁই রয়েছে। তবে বাকিরা বর্তমানে প্রতিবেশীদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। জানা গেছে, বিগত দুই তিন দিনের টানা ঝড় বৃষ্টির কারনে মাটির দেওয়াল ভিজে যায়। ফলে দেওয়ালের মাটি নরম হয়ে যায়। এদিন দুপুর নাগাদ ওই বাড়ির উপরের এক অংশ আচমকা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পরে। ওই সময় বাড়ির নিচেতে ছিলেন পরিবার সদস্যরা। কেউ কেউ বাড়ির বাইরে ছিলেন। বাড়ির উপরতলায় কেউ না থাকায় পরিবারের সবাই সুস্থ রয়েছে। তবে বাড়িতে থাকা আসবাব সহ বহু জিনিস নষ্ট হয়েছে বলে জানান পরিবারের লোকেরা।

ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিনামূল্যে পরিষেবা

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে অভিনব উদ্যোগ সুতির সাজুর মোড়ে অবস্থিত এ.এম. নার্সিংহোম অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের। রবিবার বৃষ্টিভেজা দিনেই এ.এম. নার্সিংহোম অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং উমরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ প্রচেষ্টায় মুর্শিদাবাদের সুতি থানার বাহাগোলপুর গ্রামের মাদরাসাতুস সালাফিয়া দারুস সালাম জহিরুল উলুম বাহাগোলপুর দক্ষিণপাড়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই ক্যাম্পে কয়েক হাজার মানুষকে সম্পূর্ন বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং তাদের যাবতীয় ওষুধপত্র প্রদান করা হয়। অভিনব উদ্যোগে চিকিৎসা নিতে প্রচুর মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায় শিবিরে। এদিনের এই ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন এ.এম. নার্সিংহোম অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ডাইরেক্টর মোবারক হোসেন, উমরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাবিকুল ইসলাম সহ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, প্রতিনিধি, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য এবং এলাকার বিশিষ্ট জনেরা। এদিকে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির নিয়ে নিয়ে এ.এম নার্সিংহোমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোবারক হোসেন জানিয়েছেন, যারা অত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার মানুষ তারা এই রোগ নিয়ে কোথায় চিকিৎসা করবেন তার দিশা পান না। এমনকি চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য থাকে না অনেকের। তাই সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

রক্তদান শিবির আটঘরা মসজিদ কমিটির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রাজারহাট

আপনজন: বিশ্বনবী দিবস উপলক্ষে এক অভিনব উদ্যোগ নিল বিধাননগর পুরসভা ১২ নম্বর ওয়ার্ড অন্তর্গত 'আটঘরা কৈখালী আটঘরা দশদ্রোণ নয়ী মসজিদ' কমিটি। এ বছরের নবী দিবসকে সামনে রেখে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজন করে করল মসজিদ কমিটি। রবিবার সকাল থেকে মসজিদ সংলগ্ন ঈদগাহ প্রাঙ্গণ ওই শিবিরে প্রায় ৫০ জন মানুষ রক্তদান করেছেন। পাশাপাশি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ইসলামিক শিক্ষার অগ্রগতির জন্য মাস কয়েক আগেই মসজিদ কমিটির একটি লাইব্রেরী খুলেছে। ইতিমধ্যে এলাকা জুড়ে তার বিপুল সাড়াও পড়েছে। রবিবারের রক্তদান কর্মসূচিতে উৎসব উদানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় রাজারহাট-নিউটাউনের বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য ক্লিনিক্যাল স্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটর কমিশনের সেক্রেটারি আরশাদ হাসান ওয়ারশী, প্রাক্তন কাউন্সিলর আজিজুল হোসেন মণ্ডল প্রমুখ। মসজিদ কমিটির আজিজুল বলেন, প্রতি বছরই এই শিবিরকে চালু রাখার জন্য। তাতে তিনি যাবতীয় সহযোগিতাও করবেন বলে জানিয়েছেন। সোমবার রক্তদান থেকে একটি মিলাদুন্নবীর জলসা চলবে।

আকস্মিক ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি বড়ঞ্চায়

সাবের আলি ● বড়ঞ্চা

আপনজন: বড়ঞ্চার কয়েকটি এলাকায় আকস্মিক ঝড়ে গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৃষ্টি ঝড়ের কবলে পড়ে কয়েকটি বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার ছিঁড়ে যাওয়ায় বেশ কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। রবিবার দিবাগত দিকে এ ঝড় হয়। ঝড়ে বড়ঞ্চা এলাকায়, ফুটির সাঁকো , ফারাক্কা বাদশাহী সড়কে কুলি চৌরাস্তা মোড়ের বেশ কিছু এলাকার গাছ ভেঙে পড়েছে। একম্বা, বেলগ্রাম, জালিবাগান স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার ও রবিবার ভারী বৃষ্টি ঝড়ে সামনের সড়কে রাস্তায় গাছ পড়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কুলি, নগর বাদশাহী সড়কে। বড়ঞ্চা থানার পুলিশ ও স্থানীয়রা পড়ে থাকা গাছ সরিয়ে দেয়। তারপর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এদিকে, বড়ঞ্চা এলাকায় ঝড়ের কারণে বেশ কিছু গাছপালা ভেঙে পড়েছে। ভেঙে গেছে বৈদ্যুতিক তারের উপর । বড়ঞ্চা ব্লকের দুটি জায়গায় বৈদ্যুতিক তার ছিড়ে পড়েছে।

সাবির-কন্যার শিক্ষার ব্যয়ভার নেবে 'মানবতা'

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাসন্তী

আপনজন: এক আকাশ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থা মানবতা'র পক্ষ্য থেকে গত আগস্ট মাসে হরিয়ানায় গো রক্ষকদের হাতে মবলিঞ্চিং এর শিকার হয়ে দুঃখজনকভাবে মৃত্যুবরণ করা সাবির মল্লিক এর শোকতপ্ত পরিবারকে সমবেদনা এবং পাশে থাকার বার্তা নিয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে তার নিজ বাড়িতে চার সদস্যের প্রতিনিধিদল পৌঁছায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর শিবগঞ্জ গ্রামের হত দরিদ্র পরিবারের বাড়িতে যাওয়া প্রতিনিধি দলে ছিলেন মানবতার অন্যতম সদস্য বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. তৌহিদুর রহমান, চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল এর ডা.কাজী ফাইয়াজ আহমেদ,সুরেন্দনাথ ল কলেজের আইনের ছাত্র রাহুল সেখ ও ইনতিয়াজ মোল্লা। মানবতার পক্ষ থেকে থেকে বলা হয় হয় তারা সাবিরের কন্যা সন্তানের পড়াশোনার খরচ বহন সর্বদা তাদের পাশে থেকে পড়াশোনার পূর্ণ দায়িত্ব নিতে চায়।

রূপান্তরকামীকে 'যৌন' হেনস্থা সন্দীপের!

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: রূপান্তরকামীদের সঙ্গে শারীরিক ও যৌন নির্যাতন করার অভিযোগ সন্দীপের বিরুদ্ধে। রূপান্তরকামীদের সহবাসের চাঞ্চল্যকর এই অভিযোগ উঠেছে সিবিআই এর হাতে ধর্ষণ-খুন ও দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার আরজিকর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা একসময় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অর্থোপেডিক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে। এর আগে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যায় সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে। এবারে বহরমপুরে থাকাকালীন তার কু-কীর্তি সামনে আসলো।রূপান্তরকামী কাজলী আফতাবের অভিযোগ, 'আমার সঙ্গে না হলেও আমার সংগঠনের সদস্যরা এই ঘটনার স্বীকার। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অর্থপেডিক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান থাকাকালীন সময়ে সন্দীপ ঘোষ ফেসবুকের মাধ্যমে রূপান্তরকামী দের খুঁজে বের করতো।

চোলাই মদ পাচারের সময় ধৃত

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম সীমান্তবর্তী ঝাড়খণ্ড এলাকা থেকে বীরভূমের লোকপুর সহ বিভিন্ন থানা এলাকার মধ্য দিয়ে অবৈধভাবে চোলাই মদের রমরমা বেড়ে যাচ্ছে। পুলিশের চোখে ধূলো দিতে সাইকেল তো কখনো বাইক সহযোগে পাচার করতে অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে পাচারকারীদের দল। সেরূপ ঘটনা সামনে আসতেই লোকপুর থানার ওসি কুমার পার্থ ঘোষ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকদের দিয়ে গোপনে জাল বিস্তার করে অবৈধ চোলাই মদ বন্ধের জন্য তৎপর হন।

বাঘ বিধবাদের পাশে দাঁড়াল 'জিয়নকাঠি'

নুরুল ইসলাম খান ● কুলতলি

আপনজন:কুলতলির ধোঁড়াবাগদার শ্রীদাম হালদার কাঁকড়া ধরতে বাঘের আক্রমণে চলে গেল কয়েকমাস হল । এক বিকলাঙ্গ শিশুকন্যা সহ চার মেয়ে নিয়ে দিশেহারা অকাল বৈধব্যের শিকার ভগবতী হালদার । পাশাপাশি ছায়াতন খান ,নেছারণ খান এক বাড়ির দু'বউ । উভয়ের কপালে অকাল বৈধব্য নেমে এসেছে বাঘের আক্রমণে। তাদের জন্য পোষাক সামগ্রী নিয়ে হাজির হয়েছিল 'সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল।

অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর গ্রহণযোগ্যতা ও চর্চা

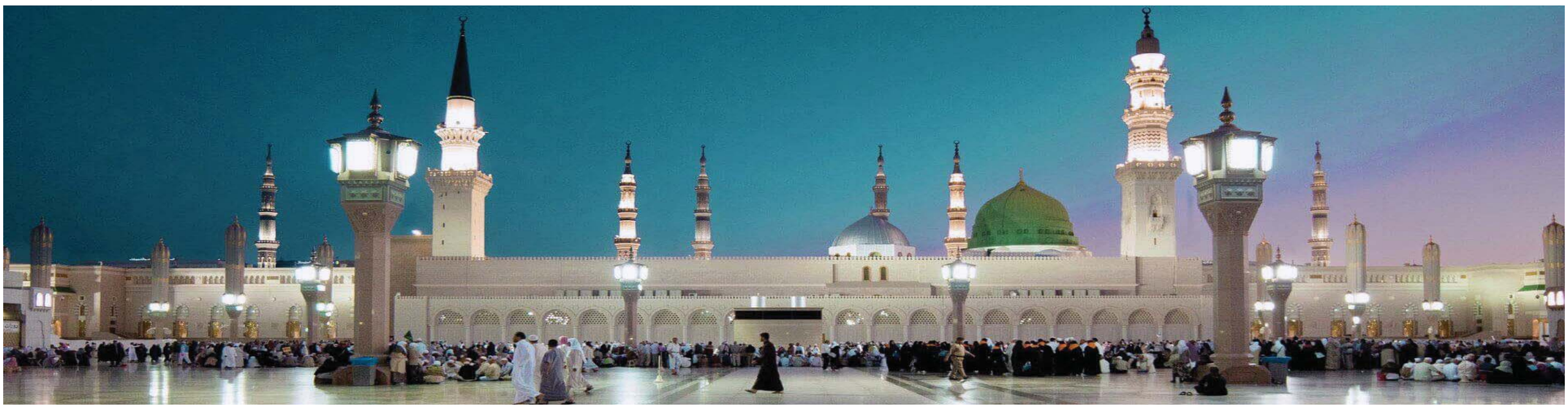

হযরত মহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাব নিঃসন্দেহে এক বহুল চর্চিত বিষয়। এ নামের মধুর মাধুর্য মিশে আছে প্রতিটি উম্মতী হৃদয়ে, সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানের মননে। পিতা আব্দুল্লার পরলোক গমনের ছয় মাস পরে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে ২৯শে আগস্ট, অন্যভাবে বলা যায় আরবি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী রবিয়ল আওয়াল মাসের দ্বাদশ দিবসের সোমবার সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে এই মহামানব আমাদের সকলের নয়নের মনি তথা শেষ নবী হযরত মহাম্মদ সাঃ আলাইহে আসসালাম ভূমিষ্ঠ হন। সমগ্র মক্কা নগরীতে খুশির আলো বয়ে যায়।

প্রবন্ধের শিরোনাম অনুযায়ী আলোচ্য বিষয় হলো অমুসলিম ভাই অর্থাৎ বিশেষ করে হিন্দু ভাইদের আলোকে ও দৃষ্টিতে প্রিয় নবী তথা আখেরাতের রাসুল চাচা। এখনও পর্যন্ত আনুমানিক ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলায় মোট ১০২৮ টি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বাংলাদেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী প্রিয় রাসূল করিম পাকের জীবন চর্চাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি হল 'সিরাত'; যাকে 'সিয়ার' ও 'মাগাজি' বলা হয়। সিরাত কথার অর্থ হলো জীবনী। আমরা সাধারণত রসুলের জীবনীর যে সাধারণ ধরেনটি দেখি তা হল জন্ম থেকে তার জীবনের ধারাবাহিক ঘটনাবলী; আর সেটাই 'সিরাত' নামে পরিচিত, আর এই জাতীয় গ্রন্থকে সিরাতগ্রন্থ বলা হয়। অন্যদিকে শারীরিক গঠন, আচরণ ও কার্যক্রমের বর্ণনাকে ' শামায়েল' বলা হয়। বাঙালি হিন্দু দ্বারা রচিত রসূল বিষয়ক গ্রন্থ গুলির মধ্যে বহুল চর্চিত গ্রন্থ হল রুক্মিণীকান্ত চক্রবর্তী কর্তৃক রচিত 'পুণ্যস্মৃতি'। উক্ত পুস্তকের উৎসর্গ পত্রে দেখা যায় '' ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিত পুরুষের নামে উৎসর্গ করা হল"। পুস্তকের উৎসর্গ গভীরভাবে আত্মস্থ করলে হামেশাই রসূলের প্রতি লেখকের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির নমুনা পাওয়া যায়। এছাড়াও গ্রন্থের প্রতি পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে নবী তথা সর্বকালের মহামানব ও ধর্ম গুরু মহাম্মদ প্রেম। একজন সাধারণ অমুসলিম ব্যক্তির যে এত গভীর রসূল প্রীতি থাকতে পারে তা কল্পনার অতীত। পর্যায়ক্রমে প্রবন্ধে 'পুণ্যস্মৃতি' তুলে ধরার চেষ্টা করব। রুক্মিণী বাবু নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন - "সামাজিক কল্যাণর্থে মহাপুরুষের জীবনের মঙ্গলাশিস প্রচারর্থে আমাকে কলিকাতা কর্পোরেশনের সেকেন্ড ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার (2nd Deputy Executive Officer) এস. এম. ইয়াকুব (বি. এল) সাহেবের নিকট উপস্থাপন করা হলে ইয়াকুব সাহেব কর্পোরেশনের বিদ্যালয় সমূহের লাইব্রেরী বই হিসাবে 'পুন্যস্মৃতি' গ্রহণের আশা দিয়ে বাধিত করিলেন।" *১ এছাড়াও পুণ্যস্মৃতির কয়েকটি কবিতা দেখে 'দেশপ্রিয়' যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত উৎসাহ দিয়ে লিখেছিলেন - "Babu Rukmini Kantha Chakrabarty is personally know to me. He is a smart young man of parts & Character & has taste for literature. His poems and other writings are full of fine through & literary excellence which are worth perusal for their real merit by the reading public." *২

'পুণ্যস্মৃতি' ছাড়াও বহু পূর্ব থেকেই বাংলা ভাষায় লেখা হযরত মহম্মদের জীবনীর প্রচলন ছিল। এছাড়াও জানা গেছে ১৮০২ সালে শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেস থেকে জনৈক লেখক 'মহম্মদের বিবরণ' নামে একটা বই প্রকাশ করেন। তবে বইটি ছিল কুৎসায় ভরা। এরকম আর একটি বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় ১৮৫৮ সালে এবং এই বইয়ের লেখক ছিলেন রেভারেন্ড জেমস লং, বইটি মূলতঃ দ্বিভাষিক; বাংলা নাম "মহম্মদের জীবন চরিত্র ও মহম্মদীয় রাজ্যের পুরাবৃত্ত" ও ইংরাজি নাম - "Life of Muhammad : Founded on Arabic Authorities, To which is Added a History of Muhammadanism."। মূলতঃ মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ করে কতগুলো বই তারা রচনা করেন। যেমন Prophets Testimony of Christ, Muhammedan Ceremonies এবং Resons for not being a Musalman ইত্যাদি। উক্ত বইগুলোতে মুলতঃ মহম্মদকে হেয় করে দেখানো হয়েছে। "এখানে মহম্মদকে মৃগী রোগী, কুরআন রচয়িত, কামুক ও সাংসারিক সুখান্বেষী হিসেবে দেখিয়েছেন। হযরত মহম্মদের স্ত্রীদের সম্পর্কে অশুদ্ধ বাক্যও ব্যবহার করেছেন।" *৩ কতিপয় ইংরেজ সাহেব কেবলমাত্র মুসলিম মহামানব বা ধর্মগুরু বলে ছোট করে দেখিয়েছেন তা নয়, এই ধরনের প্রবৃত্তি আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করেছি। বিশেষ করে বাঙালি কৃষ্টি কালচার ঐতিহ্যের প্রতি বরাবর এনারা হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। এবং শোষণ চালিয়ে গেছেন নির্বিচারে। শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র সেন ধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছেন তা বলাই বাহুল্য, কুরআন চর্চায় নতুন জোয়ার এসেছে মহা মহপাধ্যায় গিরিশচন্দ্র সেনের হাত ধরে, অন্যথায় কুরআনকে তর্জমা করে তার বাংলা অর্থ অনুধাবন করা বাঙালির পক্ষে ছিল যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ধর্মীয় আবেগ, অনুভূতি ও পরধর্মে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এই মুঘল যুগ থেকে বিদ্যমান। মুঘল সম্রাট হুমায়নের মৃত্যুর পর তার শিশু পুত্র আকবর মাত্র ১৪ বছর বয়সে হিসাব রক্ষক বৈরম খাঁ'র অধীনে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। সম্রাটের সর্ব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অপার। ফলস্বরূপ ভিন ধর্মী যোধা বাইকে বিবাহ করেন এবং হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ় করেন ও সেই সঙ্গে প্রজাদের মধ্যে সম্প্রীতির বার্তা দেন। তখন বাংলা তথা অবিভক্ত বাংলাদেশে হিংসা বিদ্বেষের টানটান উত্তেজনা চলত সর্বদা। তৎকালীন বঙ্গের ইতিহাস ছিল পরস্পর বিরোধী। ঊনবিংশ শতকে বাংলায় সম্প্রীতির ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েনি কিছু হিন্দু বাঙালি ও সাথ দেন কিছু মুসলমান বাঙালি। তবুও কিছু স্বার্থন্বেষী গোড়া মুসলিম ব্যক্তি হিন্দুদের দোষ খুঁজতেন আর কিছু হিন্দু ব্যক্তিত্ব মুসলিমদের দোষ খুঁজতেন। বিশেষত ঊনবিংশ শতকের সূচনায় হিন্দু সমাজ অসংখ্য কুসংস্কারে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। নারীদের উপর অত্যাচার চলতে নির্বিচারে, সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাদের কঠোর জীবন যাপনের বিধান, নারী শিক্ষায় বাধা ইত্যাদি ছিল নিত্য যাতনার দৃষ্টান্ত। এছাড়া ছিল শিশু হত্যা, দাসপ্রথা, চড়ক পূজার নামে আত্মহণন, ছুৎমার্গ যা সমাজকে করে তুলেছিল দুর্বিষহ। ধর্মের নামে নোংরা আচার অনুষ্ঠান, তান্ত্রিকদের ব্যভিচার, বৈষ্ণব লীলার নামে আখড়ায় রাধা কৃষ্ণের লীলার অনুকরণে বোষ্টম বোষ্টমীদের স্থূল প্রেম লীলার ন্যায় কদর্য কার্যাবলী যা সমাজকে বহুগুনে পিছিয়ে দিয়েছিল। আর এগুলো থেকে সমাজকে মুক্ত করার অভিপ্রায় কতিপয় মহান ব্যক্তি ব্রতী হয়েছিলেন, তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও কিছু গ্রন্থ প্রণেতাও ছিলেন যারা মূলতঃ সাহিত্যের আলোকে সমাজকে আলোকিত করেছিল, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন 'পুণ্যস্মৃতি'র রচয়িতা, রুক্মিণী চক্রবর্তী মহাশয়, গিরিশচন্দ্র সেনের 'মহাপুরুষ মহম্মদের জীবন চরিত', রামপ্রান গুপ্ত রচিত 'হযরত মহাম্মদ', কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'মহম্মদ চরিত' ইত্যাদি। ক্রমশঃ প্রবন্ধে রাসুল সাঃ এর জীবনের আলোকে আলোচনা করব এদের রচনার সূত্র ধরে।

এছাড়াও তৎকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রসূল সম্পর্কিত আলোচনা নিয়মিত প্রকাশিত হতো। বিশেষ করে তাদের মধ্যে অবিভক্ত বাংলা থেকে নিয়মিত মাসিক 'নবনূর' নামে একটি পত্রিকা বার হোত, যার আনুমানিক প্রকাশকাল ধরা যায় ১৯০৩ সালের আশেপাশে, সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ এমদাদ আলী। এখানে মহামানব তথা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানতাপস আখেরাতের নবী করিমপাক, প্রিয় রসূল মহম্মদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণ, মুসলমানদের কিভাবে উন্নতি করা যায়, কিভাবে সমাজের মূল স্রোতের ফিরিয়ে আনা যায় ও দুই সম্প্রদায়ের মেলবন্ধনে যে সমাজের উন্নতি সাধিত হবে তাই মূলতঃ আলোচিত হতো 'নবনূর' পত্রিকায়। এছাড়াও 'বঙ্গনূর' অপর একটি স্বনামধন্য পত্রিকা যা মূলতঃ উভয় সম্প্রদায়ের মেলবন্ধনের জন্য বহুল চর্চিত। উক্ত সকল পত্রপত্রিকাগুলো নিঃসন্দেহে সামাজিক ঐক্য ও সংহতির সাক্ষ্য বহণ করে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যাই হোক যে প্রসঙ্গে 'নবনূরের' কথা উঠে এলো তা হলো উক্ত পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় বিহারীলাল দেবনাথ এর একটা গান ছাপা হয়েছিল; এই গানের মধ্য দিয়ে রসূল পাক মুহাম্মদের প্রতি যে ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে তা উদ্ধৃতি দিয়ে বলার চেষ্টা করা হল - "ধন্য ধন্য হে মুহাম্মদ * পৃথিবীতে জন্মেছিলে
তুমি একমেবাদ্বিতীয় নামে
সবাকারে উদ্ধারিলে।
পৌত্তলিকতার মূল উৎপাটন
করিতে হইল তোমার জনম
তব বিশ্বাস বলেতে পৃথিবী হইতে
জড় পূজা গেল চলে। [...] *৪

অতি সামান্য অংশ তুলে ধরা হল। এই গানের প্রথম লাইনে মুহাম্মদের পর * চিহ্ন দিয়ে বিহারীলাল মনে করিয়ে দিয়েছেন মুহাম্মদ নামের পর মুসলমানগণ মাত্রই দরুদ শরীফ পাঠ করেন। কত গভীর অন্তদর্শন বা শ্রদ্ধা থাকলে এত সূক্ষ্ম অনুধাবন করা যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো বিহারীলাল দেবনাথ মহাশয়। আসলে মুহাম্মদ চরিত্রের জন্ম বিশ্ব মুসলমান তো বটেই অমুসলিমদের নিকটেও কল্পতরু হিসেবে উদ্ভাসিত হয়েছেন। তিনি কেবল মুসলমানদের নবী নন, তিনি বিশ্বের নবী, হিন্দু, মুসলমান বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকল সম্প্রদায়ের নিকট সমানভাবে গ্রহণীয়। রাজকুমার চক্রবর্তী রচিত ' হযরত মুহাম্মদ' সম্প্রীতির এক অনন্য নজির। বইটি ১০০ পাতায় সীমাবদ্ধ। বইয়ের শুরু হয়েছে এইভাবে - প্রিয় রসূল করিম পাকের জন্মের পূর্বে আবিসিনিয়া সৈন্য দ্বারা কাবা ঘর তথা পবিত্র মক্কা শরীফ দাফলের খবর আসে। কোরেশ বংশীয়দের মধ্যে বৃদ্ধ আব্দুল মোতালিবের উপর কাবা ঘরের রক্ষানা বেক্ষণের দায়িত্বে ছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণের কথা শোনা মাত্র ধীরে স্থির স্বভাবের বৃদ্ধ মোতালিবের শরীরে আগুন জ্বলে ওঠে, শরীরে হস্তীর বল আসে, যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে শত্রু প্রতিহতের উদ্দেশ্যে বার হন। মোতালিবের ডাকে সাড়া দিয়ে কোরেশ বংশীয় যুবকবৃন্দ মক্কা নগরীর নাতিদূরে তাঁবু ফেলেন। কিন্তু মহান আল্লাহতায়ালার অশেষ কৃপায় মোতালিবকে যুদ্ধ করতে হয়নি। আবিসিনিয়ার সেনাদের মধ্যে মারণ রোগ বসন্তের প্রকোপ দেখা দিল। বড় সংক্রমণে সৈন্যরা সব মারা গেল। প্রতিদিন এত সৈন্য মরতে লাগলো তাদের কবরস্থ করার কেউ অবশিষ্ট থাকলো না। বাকি সৈন্য শিবির ত্যাগ করে পলায়ন করল। মক্কাবাসীর আনন্দের সীমা থাকলো না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বৃদ্ধ আব্দুল মোতালিব কাবা শরীফ অক্ষত রাখতে পারলেও নিজের ঘরের আনন্দ অক্ষত রাখতে পারেননি। ঘরে নেমে এসেছিল শোকের ছায়া। ঘরের এক কোণে যুবতী স্ত্রী উচ্চস্বরে কেঁদে চলেছে; নিদারুণ শোকের আঘাতে মূর্ছা যাচ্ছে, সুখের রূপের ওপর কালি পড়েছে, আলুথালু কেশগুচ্ছ ধুলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে...। এই যুবতী স্ত্রী হলেন মা আমিনা, আব্দুল মোতালিবের কনিষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহ স্ত্রী। বিবাহের অব্যবহিত পর বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করেছিলেন আব্দুল্লাহ। সেখান থেকে ফেরার পথে আব্দুল্লাহর পথ মধ্যে মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু সংবাদ আসে খুশির আবহে যখন আবিসিনিয়া সেনারা মৃত্যুবরণ করেন ও পলায়ন করেন। কিন্তু এই খুশি আব্দুল মোতালিব এর ঘরে খুশি দিতে পারেনি। প্রসঙ্গক্রমে আবার উত্থাপন করা হচ্ছে যে এমতাবস্তায় আনুমানিক পিতা আব্দুল্লাহা'র মৃত্যুর ৬ মাস পরে, ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে রবিয়াল আওয়াল মাসে ১২ তারিখ প্রাতঃকালে আমাদের নয়নের মনি, বিশ্বের নবী, নবী করিম পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতা আমিনার কোল আলো করে জন্ম নেন, এই শিশুই হলেন মুসলিম ধর্মের প্রচারক, ধারক-বাহক ও প্রবর্তক "হযরত মহাম্মদ"। বস্তুতঃ মুহাম্মদের অতুলনীয় জীবন দর্শন ও ধর্মপ্রাণতার অনন্য নজির দেখে মুসলিম অমুসলিম সকলের আদর্শ ভেবে চলেছেন। তারই ফলস্বরূপ একাধিক হিন্দু সাহিত্যপ্রেমী ও ধর্মপ্রাণ হিন্দু ভাইয়ের কলমে সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন আমাদের সকলের প্রাণপ্রিয় রসুল পাক। এর নিদর্শন হিসাবে মহানুভব রামপ্রাণ গুপ্তের উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল- " মুহাম্মদের জীবন পরমেশ্বর ও মানবজাতির কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। এ জীবনের আদন্ত মধুময়। মহাম্মদ আত্মীয়-স্বজনে স্নেহশীল ও বন্ধু বান্ধবে প্রীতিমান ছিলেন, তিনি দাস দাসীর সঙ্গে সাতিশয় সদ্ব্যবহার করিতেন। তাহার তিরোভাবের পর আনস নামক একজন ভৃত্য বলিয়াছিল, আমি দশ বৎসর কাল মহাপুরুষের অধীনে কাজ করিয়াছি; তিনি একদিনের জন্যও আমাকে কটু কথা বলেন নাই। বালক বালিকা তাহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, অনেক সময় তাহার পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া বালক বালিকাদিগকে আদর করিতে দেখা যাইত। তিনি জীবনে কাহাকেও কখন প্রহার করেন নাই। অভিসম্পাত বা কটুবাক্য একদিনের জন্যও তাহার রসনা কলুষিত করে নাই।*৫ এমন এক মহানুভব মহাপুরুষের জীবন দর্শন যেকোনো মানুষের মনে দাগ কাটবে তা নিঃসন্দেহে স্বীকার করতেই হবে। তিনি নিজে ছিলেন এতিম; জন্মের পর পিতা-মাতার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। পিতৃ সুখ বঞ্চিত এহেন এক মানব ক্রমে নিজ গুনে মহামানবে রূপান্তরিত হয়েছেন। কেবল পিতা নয় ৬ বছর বয়সে মাতা আমিনা পরলো গমন করেন, তবুও জীবন সংগ্রামে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ পাক সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত পরীক্ষা নিয়েছেন। মাতার এন্তেকালের পর দাদা আব্দুল মুতালিবের সান্নিধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন; কিন্তু তারও অবসান ঘটালেন পরম করুনাময় আল্লাহতায়ালা। রসূল পাকের ৮ বছর বয়সে দাদা আব্দুল মুতালিব শিশু মহাম্মদ'কে ছেড়ে পরলোক গমন করেন। এরপর চাচা আবু তালেবের ছত্রছায়ায় জীবন কাটাতে থাকেন। জীবনে এতিম হওয়া কতটা কষ্টের তা শিশু নবী মর্মে মর্মে অনুধাবন করেছিলেন। তাই বালক বালিকাদিকের প্রতি মহান নবী রাসূল পাকের আপার ভালবাসা লক্ষ্য করা যেত। পথ মধ্যে শিশুদের তিনি পরম আদর ও স্নেহ করতেন।

আজিবুল সেখ

কেবল রসূল জীবন প্রবন্ধ পুস্তককারে লিপিবদ্ধ হয়েছে তা নয়, নাটক হিসাবেও নবী জীবনী মঞ্চস্থ হয়েছে। প্রতিষ্ঠা উদাহরণ হিসেবে শ্রী অতুলকৃষ্ণ মিত্রের দৃশ্যকাব্য "ধর্মবীর মহম্মদ" প্রকাশ পায়। পুনরায় রুক্মিণীকান্ত চক্রবর্তীর 'পুণ্যস্মৃতি' সূত্র ধরে কিছুটা আলোকপাত করা যাক। উক্ত বইটি প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে হযরত মুহাম্মদের জন্মদিন উপলক্ষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি বাণী আকাশবাণীতে পাঠ করা হয়, যা কিনা কলকাতার বিখ্যাত ব্যারিস্টার স্যার সুহরাওবরদীর নিকট পাঠানো হয়েছিল। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বাণীটি রবীন্দ্র জীবনীর তৃতীয় খন্ডে ১৩৯৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি করেছেন - " ইসলাম পৃথিবীর মহত্তম ধর্মের মধ্যে একটি। এই কারণে ইহার অনুবর্তিগণের দায়িত্ব অসীম, যেহেতু আপন জীবনে ধর্মের মহত্ব সম্বন্ধে তাহাদিগকে সাক্ষ্য দিতে হইবে। ভারতে যে সকল বিভিন্ন ধর্ম সমাজ আছে তাহাদের পরস্পরের প্রতি সভ্য জাতিযোগ্য মনোভাব যদি উদভাবিত করিতে হয় তবে কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা তাহা সম্ভবপর হইবে না, তবে আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে সেই অনুপ্রেরণার প্রতি, যাহা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ও মানবের বন্ধু সত্যদূতদিগের অমর জীবন হইতে চির-উৎসারিত। অদ্যকার এই পুণ্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে মস্লেম ভ্রাতাদের সহিত একযোগে ইসলামের মহাঋষির উদ্দেশে আমার ভক্তি-উপহার অর্পণ করিয়া উৎপীড়িত ভারতবর্ষের জন্য তাহার আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা কামনা করি।"*৬ কেবল মাত্র সাহিত্য বা ইতিহাস চর্চাতে নয়, ভূগোল চর্চাতেও মহাম্মদের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে মান্যবর তারিনী চরণের 'ভূগোল বিবরণ' এ ; এখানে বলা হয়েছে আরব দেশে মহাম্মদ নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তখন আরববাসী সাকার দেব-দেবীর আরাধনা করত। মুহাম্মদের জন্মের পর ক্রমে ক্রমে প্রচার করলেন এদেশের ধর্মপ্রাণাল প্রণালী ভ্রান্তি জালে নিমজ্জিত। এই ভ্রমময় ধর্মের উচ্ছেদ করে সত্য ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত পরম করুনাময় মহাম্মদকে প্রেরণ করেছেন। এবং একখানি গ্রন্থও প্রদান করেছেন, তাহলে পবিত্র 'কোরান'। আরববাসী ক্রমে ক্রমে কুরআনের মত গ্রহণ করতে শুরু করেন এবং মুহাম্মদ প্রণীত ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। এই ধর্মকেই বলা হয় 'মুসলমান ধর্ম'। মুসলমানেরা একমাত্র নিরাকারবাদে বিশ্বাস করেন। সাকারবাদিদের সাথে তাদের দ্বেষ লক্ষ্য করা যায়। যারা মুসলমান ভিন্ন তারা সকলেই কাফের অর্থাৎ ধর্মভ্রষ্ট, ইত্যাদি ইত্যাদি [...]*৭

বাঙালি ও তার সংস্কৃতি, তার পরিচয়, তার সাংখ্য দর্শন, তার শাস্ত্র যোগ, দেহতত্ত্ব সবই উদার পরিচয়ের বাহক। বৌদ্ধ তান্ত্রিক, হিন্দু তান্ত্রিক এবং মুসলমান সুফিরা এদেশের ঐতিহ্য নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে আসছেন। চর্যাপদ থেকে বৈষ্ণব সহজিয়াই হোক বা বাউল গান বা সইব স্বার্থ সাহিত্যই হোক সর্বক্ষেত্রেই সম্প্রীতি ও মিলনের অমর গাঁথা লব্ধ হয় অনায়াসে। বাউল সুফি সাহিত্যে আমরা দেহকেন্দ্রিক তত্ত্ব ও সাধনার রস পাই। অনুরূপভাবে খাঁটি বাঙালি জীবন জীবিকার সাথে অতোপতো ভাবে জড়িয়ে আছে মিত্র ও কিছু অরি দেবতা - শিব, কালী, মনসা, চন্ডি, ষষ্ঠী, লক্ষী, সরস্বতী, গনেশ প্রভৃতি সমান ভাবে পূজিত হন। আর এটাই হল বাঙালি তথা ভারতের কৃষ্টি বা কালচার। সর্ব ধর্মের ন্যায় মুসলিম ধর্মেও মতপার্থক্য দেখা যায়। তার মধ্যে সিয়া ও সুন্নি দুটি প্রধান মত। বাঙালি'কে বলা হয় মিলনের কারিগর। একদিকে যেমন সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ সকলের মননে মিলনের সংঘ তৈরি করেছে তদ্রুপ অন্যদিকে পাঁচগাজী ও পাঁচপীর সমানভাবে সমাদৃত। কেউ পাপ পূণ্য বা বেহেস্ত দোযখের মালিক নয়। পার্থিব জীবনের সুখ ও নিরাপত্তার খাতিরে ধর্মের এই বৈচিত্র ও মহামিলন লক্ষ্য করা যায়।

আমরা সকলে কম বেশি 'আলিবাবা'র রচয়িতা প্রভৃত জনপ্রিয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কথা জানি। এবার ক্ষীরোদ বাবুকে নিয়ে ঘটে যাওয়া একটা মজার ঘটনা আর কথা না বললেই নয়। অন্যথায় এই প্রবন্ধ অপূর্ণ থেকে যাবে বলে আমার মনে হয়। ঘটনার চিত্রপট মুর্শিদাবাদের নিমতিতার জমিদার বিদ্যাবিনোদ বাবুর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং তিনি মাঝে মধ্যে নিমতিতায় যাতায়াত করতেন। নিমতিতায় থাকাকালীন একবার সংবাদ পান আশেপাশের গ্রামের মুসলমানেরা একটি ধর্মীয় সভার আয়োজন করেছেন। ক্ষীরোদ বাবু উক্ত সবাই যাবেন বলে মনস্থির করে এবং এ বিষয়ে কারও কোন বাধা নিষেধকে আমল না দিয়ে নির্দিষ্ট দিনে সভায় গিয়ে উপস্থিত হন। সবার উদ্যোক্তা আনন্দ পেলেও গোল বাঁধে যখন ক্ষীরোদ বাবুকে সবাই আহবান করেন কিছু বলার জন্য। সমবেত মুসলমানগণ চেঁচামেচি শুরু করেন, তাদের সভায় কোন কাফের ভাষণ দেবেন তা তারা মেনে নিতে পারলেন না। এমতাবস্থায় বিদ্যাবিনোদ বাবু মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ান ও হাতজোড়ো করে চোখ বুজে উদাত্ত স্বরে বলেন " ওঁ নমো ভগবতে মহম্মদায়"। *৮ সভা মুহূর্তে স্তব্ধ; সবাই শান্ত, নির্বাক, তারপর বিদ্যাবিনোদ বাবু অনেক সময় ধরে শ্রুতি, বাইবেল, কুরআন শরীফ থেকে উদ্ধৃতি তুলে তুলে ধর্মীয় ব্যাখ্যা করেন ও উভয় ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য দেখানোর চেষ্টা করেন। বাংলাদেশ যেভাবে নারায়ন আর সত্যপীর'কে এক করে নিতে পারে 'সত্য' এই শব্দবন্ধে, তেমনই যেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ করে দেখালেন। *৯

এছাড়াও বেদ পুরানেও এই মহামানবের অর্থাৎ প্রিয় রসূল সাঃ কথা সগর্বে উচ্চারিত হয়েছে। রসূল, আল্লাহ, মহাম্মদ ইত্যাদি শব্দগুলো কিভাবে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে তা ভাবতেই অবাক লাগে। অথর্ববেদীয় উপনিষদে আছে :

অস্য ইল্ললে মিত্রাবরুণো রাজা
তস্মাৎ তানি দিব্যানি পুনস্তং দুধ্যু
হবয়ামি মিলং কবর ইল্ললাং
অল্লোরাসুলমহমদকং
বরস্য অল্লো অল্লাম ইল্লল্লেতি
ইল্লাল্লালা॥৯॥

আবার ভবিষ্যত পুরানে আছে :

এতন্নিস্তরে ম্লেচ্ছ আচার্যের
সমন্বিতঃ
মুহাম্মদ ইতি খ্যাতঃ
মিষ্যশাকাসমন্বিতঃ॥১০॥

নৃপশ্চেব মহাদেবং
মরুস্থলনিবাসিনম্
গঙ্গাজলৈশ্চ সংস্নাপ্য
পঞ্চগব্যসমন্বিতৈঃ
চন্দনাদিভিরভ্যর্চ তুষ্টাব মনসা
হরম্॥৬॥
নমস্তে গিরিজানাথ
মরুস্থলনিবাসিনে
ত্রিপুরাসুরনাশায় বহুমায়া
প্রবর্তিনে॥৭॥
ভোজরাজ উবাচ -
ম্লেচ্ছৈর্গুপ্তায় শুদ্ধায়
সচ্চিদান্দরূপিণে।
ত্বংমাং হি কিঙ্করং বিদ্ধি শরণার্থ
মুপাগতম্॥৮॥

অর্থাৎ ঠিক সে সময়ে 'মহম্মদ' নামে এক ব্যক্তি যার বাস মরুস্থল অর্থাৎ আরব দেশ, আপন দলবল সহ আবির্ভূত হবেন। হে আরবের প্রভু, হে জগদগুরু, তোমার প্রতি আমার স্তুতিবাদ। তুমি জগতের সমুদয় কলুষ দূর করার বহু উপায় জানো, তোমাকে নমস্কার। হে পবিত্র পুরুষ! আমি তোমার দাস। আমাকে তোমার চরণতলে স্থান দাও। উপরোক্ত উদ্ধৃতি সমূহ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, বৈদিক ঋষিগণ ধ্যান বলে হাজার হাজার বছর পূর্বে মুহাম্মদ সাঃ এর স্বরূপ ও আবির্ভাব সম্বন্ধে অবহিত করে গেছেন।

পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে প্রিয় হাবিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নিকট নয়, ইসলাম ভিন্ন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী অনুসন্ধিতসু ব্যক্তিবর্গের নিকট অত্যন্ত আদরের সহিত সমাদৃত হয়েছেন। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক তথা পথ প্রদর্শক আমাদের নয়নের মনি প্রিয় রসূল সমগ্র মানবজাতিকে মুক্তির পথে দেখিয়েছেন। অন্ধকার ঘুচিয়ে আলোর সন্ধান দিয়েছেন। নবীজির আবির্ভাবের পূর্বে সমগ্র আরব জাতীয় অন্ধকারে ডুবে ছিল তা বলা বাহুল্য, মূর্তি পূজা, কুসংস্কার সহ নানা প্রকার ব্যভিচারে মত্ত ছিলেন। প্রচুর লড়াই ও সংগ্রামের মাধ্যমে সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, বলা যায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গেছেন আমাদের আখেরাতের নবী মহাম্মদ সাঃ। তার প্রদর্শিত পথের যাত্রী হয়ে আমাদের মুক্তি মিলবে এই আশায় দ্বীনের পথ চলা শুরু করেছি। আমরা গর্বিত এই ভেবে যে প্রিয় নবী রসূল করিম সাঃ উম্মত হিসাবে জন্মেছি।

তথ্য সূত্র ও সহায়িকা:

১) বাঙালি হিন্দুর রসূল চর্চা, কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত, পৃ - ১৩
২) ঐ, পৃ - ১৩
৩) ঐ, পৃ - ২০-২১
৪) ঐ, পৃ - ৮৩
৫) হজরত মুহাম্মদ, শ্রী রামপ্রাণ গুপ্ত, পৃ - ১২৫
৬) বাঙালি হিন্দুর রসূল চর্চা, কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত, পৃ - ১৭৭
৭) ঐ, পৃ - ৪৬
৮) আবদেল মাননান সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা, ফকির লালন শাহের সৃষ্টি তত্ত্বের গান (ধ্যানবিন্দু, ২০১৭), পৃ - ৮৬
৯) বাঙালি হিন্দুর রসূল চর্চা, কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত, পৃ - ৫০
১০) "বিশ্বনবী" হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনী, এ. এস. এম. আজিজুল হক আনসারী, মিনা বুক হাউস, ঢাকা

ফাতেহা দোয়াজদাহাম

আমাদের দেশে অনেক সময় একবার ফাতেহা দোয়াজদাহামের পরিবর্তে ফাতেহা ইয়াজদাহাম লিখে ফেলেন। ভুল তো হতেই পারে। কিন্তু অবাক হতে হয় তখন, যখন দেখা যায় সহ-শিক্ষকদের মধ্যে একজনও কেউ এই ভুল দেখতে পান নি কিংবা দেখতে পেলেও সংশোধনের প্রয়োজন বোধ করেন নি। অবশ্য ইয়াজদাহাম - দোয়াজদাহামের যে একটা ফারাক আছে, সেটা তাঁদের জানা নাও থাকতে পারে। বোধহয় তেমনটাই ঘটেছে।

ফাতেহা ইয়াজদাহাম হল তিরোধান দিবস। বড় পীর সুফি আবদুল কাদের জিলানী (রহ) এদিন (হিজরি ৫৬১ এর ১১ রবিউসসানি) ইন্তেকাল (পরলোকগমন) করেন। আর ফাতেহা দোয়াজদাহাম হল আবির্ভাব দিবস। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিন (খ্রিষ্টাব্দ ৫৭০ এর ১২ রবিউল আউয়াল) মক্কার পবিত্র ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন।

স্বভাবতই ইয়াজদাহাম - দোয়াজদাহাম নিয়ে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ওই ভুল নোটিসের পর শিক্ষিত মহলে কথা ওঠে, এই ভ্রান্তি কেন।

এখন বরং সে কথা ছেড়ে দেয়া যাক। এটা নিতান্তই অসাবধানতাবশত একটা ভুল। আর বহুকাল হলো ফার্সি সংস্কৃতির চর্চা নেই এখানে। এ কথা যেমন ঠিক আবার অন্যদিকে আমাদের শব্দভাণ্ডারে খুঁজলে ফার্সি থেকে উৎপত্তি বেশ কিছু শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের দৈনন্দিন অনুসঙ্গে আজও ফার্সি শব্দের আনা-গোনা নেহাত কম নয়। বালতি, আনারস, আলপিন, আলমারি, গির্জা, গুদাম, চাবি, পাউরুটি ....এ সব ফার্সি থেকে বাংলা শব্দে শামিল হয়ে গেছে।

যাহোক, আবার ফিরে আসি ইয়াজদাহাম - দোয়াজদাহাম কথায়। ইয়াজদাহাম কথার অর্থ ১১ আর দোয়াজদাহাম কথার অর্থ ১২, দুটোই ফার্সি ভাষা।

এবার আসা যাক আসল প্রসঙ্গে – ফাতেহা দোয়াজদাহাম। এটা একটা খুশির দিন, যেদিন মা আমিনার কোল আলো করে পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন মানুষের সর্বোত্তম আদর্শ 'উসওয়াতুন হাসানাহ' (mentor of the mentors).

নুর নবী এলো নেমে
স্বর্গের পথ-রেখা বাহি

এবার আসা যাক সেই মহাজীবনের কিছু মূল্যবান কথায় –

রাসুলে পাক বলেন –যে ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনের কথা আমার কাছে প্রকাশ করতে পারে না, তার প্রয়োজনের কথা আমার কাছে পৌঁছাও। কেননা, যে ব্যক্তি ঐ লোকের প্রয়োজনের কথা প্রশাসকের কাছে পৌঁছে দেয়, যে তা প্রকাশ করতে পারে না, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার দুই পা-কে সিরাতের ওপর অটল রাখবেন।

দুটি বিরল বিষয় সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলতেন, নির্বোধের কাছ থেকে প্রজ্ঞাময় কথা, তা গ্রহণ করবে।

নায়ীমুল হক

আর প্রজ্ঞাবানের কাছ থেকে অশালীন কথা, তা মার্জনা করবে। অলসতাকে একদম পছন্দ করতেন না মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বলতেন, অলসের তিনটি নিদর্শন : আলসেমি করবে যতক্ষণ না অবহেলায় পর্যবসিত হবে, আর অবহেলা করবে যতক্ষণ না হাতছাড়া হবে, আর হাতছাড়া করবে যতক্ষণ না পাপী হবে।

আমলে সালেহ বা নেক কাজ সম্পর্কে মহানবীর কথা আজ কত প্রাসঙ্গিক, কোনো উত্তম কাজকেই লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোরো না, আর লজ্জার বশে তা পরিত্যাগ করো না।

মহানবীর (সাঃ) শিক্ষা ছিল মাথা উঁচু করে চলার। তিনি বলতেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো সে, যে অনিষ্টতার ভয়ে কাউকে সম্মান করে।

তাঁর শিক্ষা, যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া কম জীবিকাতেই খুশী থাকে আল্লাহ্ তার খুব কম কাজেই সন্তুষ্ট হন। আর যে ব্যক্তি হালাল রিজিক বা জীবিকা অন্বেষণে লজ্জা পায় না, সে মিতব্যয়ী হয় ও নিশ্চিন্ত থাকে আর তার পরিবার নেয়ামতের মধ্যে বিচরণ করে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ থাকে আল্লাহ্ তার মুখ উজ্জ্বল করেন, অন্তরে প্রজ্ঞাকে প্রোথিত করে দেন এবং তার জিহ্বাকে তা দিয়ে কথা বলান এবং তাকে দুনিয়ার ভুলগুলোর প্রতি দৃষ্টি খুলে দেন।

হে পরওয়ার দিগারে আলম, আমাদের অন্তরকে উন্মুক্ত করে দাও, আজ ফাতেহা দোয়াজদাহামের এই বিশেষ আবহে আমরা যেন সেই মহাজীবনকে অনুসরণ করে চলতে পারি। আমাদেরকে সেই পথেই চালিত করো।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত
উমর ফারুক ট্রাভেলস্
নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

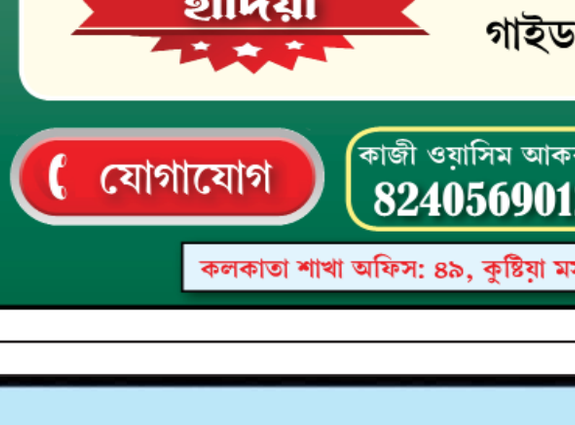

সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম
সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, যেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরিষেবা
১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ প্যাকেজ ১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ
■ মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে
■ মক্কাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়দিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ

রমজানের স্পেশাল অফার
সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন

হাদিয়া
ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ

যোগাযোগ
কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012
আব্দুল ফারাদ 7003187312
সেখ সাইন রহমান 7980004507
কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা
নাবাবীয়া মিশন
প্রাথমিক বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক
মাইনান, খানাকুল, হুগলি
বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস

আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন (প্রধান পৃষ্ঠপোষক, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ নুরুল হক - আই.এ.এস (চেয়ারম্যান একাডেমিক কাউন্সিল, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ সাহিদ আকবার (সাধারণ সম্পাদক, নাবাবীয়া মিশন)

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশিকা (M- CAT) পরীক্ষার ফর্ম দেওয়া চলছে।

ফর্ম নেওয়া ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ১৫/০৯/২০২৪
পরীক্ষার তারিখ - ২৯/০৯/২০২৪
রবিবার বেলা - ১২ টা

ফর্ম প্রাপ্তিস্থান - মিশন অফিস
Email id - nababiamission786@gmail
Mob. 9732381000, 9732086786

২ মাস ২ দিন পর ফিরে ২ গোল মেসির, জিতল মায়ামি

আপনজন ডেস্ক: ২-সংখ্যাটি আজ অন্যরকম হয়ে ধরা দিল লিওনেল মেসির কাছে! অ্যাঙ্কেলের চোট সারিয়ে ২ মাস ২ দিন পর মাঠে ফিরেছেন ইন্টার মায়ামির আর্জেন্টাইন তারকা। সেই ফেরাটাও তিনি স্মরণীয় করে রাখলেন আবার ২ গোল করে। তাঁর জোড়া গোলেই মেজর লিগ সকারে নিজেদের মাঠে ফিলাডেলফিয়াকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি। অথচ এই ২ সংখ্যাটিই আজ মায়ামিকে অন্য বার্তা দিচ্ছিল। ম্যাচের ২ মিনিটেই যে পিছিয়ে পড়েছিল তারা। ফিলাডেলফিয়াকে এগিয়ে দেওয়া গোলটি করেছেন মিকায়েল উরে। এরপরই ৪ মিনিটের মধ্যে মেসির জোড়া গোলে দারুণভাবে ম্যাচে ফেরে মায়ামি। মেসি গোল দুটি করেন ২৬ ও ৩০ মিনিটে। তাঁর গোল দুটির উৎসে আবার বার্সেলোনার সাবেক দুই সতীর্থ। প্রথম গোলটিতে মেসিকে সহায়তা করেছেন লুইস সুয়ারেজ, দ্বিতীয়টির উৎস ছিলেন জর্দি আলবা। পরে যোগ করা সময়ের ৮ মিনিটে স্কোরশিটে নাম লিখিয়েছেন সুয়ারেজ। সেই গোলটিতে আবার সহায়তা করেছেন মেসি।

এই জয়ের পর মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সে ২৮ ম্যাচে ১৯ জয় ও ৫ ড্রয়ে ৬২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই আছে ইন্টার মায়ামি। ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন কনফারেন্স মিলিয়েও শীর্ষে তারা। মেসি চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিটকে গিয়েছিলেন ১৫ জুলাই, কলম্বিয়ার বিপক্ষে কোপা আমেরিকার ফাইনালে। যুক্তরাষ্ট্রে হওয়া কোপা আমেরিকায় ফাইনালে কলম্বিয়াকে হারিয়ে শিরোপা জয়ের ম্যাচে মেসি চোট পেয়েছিলেন অ্যাঙ্কেলে। এরপর থেকেই তিনি আর কোনো ম্যাচ খেলেননি।

চোটের কারণে ১৫ জুলাই থেকে মেসির অনুপস্থিতিতে অবশ্য মেজর লিগ সকারে কোনো ম্যাচ হারেনি মায়ামি। তবে লিগস কাপে দুটি ম্যাচ হেরেছে তারা। এমনকি টুর্নামেন্টটি থেকে ছিটকেও গেছে মেসির দল।

আইএসএল-এ সাদা কালোর প্রথম ম্যাচ

ডুরান্ড কাপ জয়ী নর্থইস্ট-এর মুখোমুখি মহামেডান এসসি

মারুফা খাতুন ● কলকাতা

আপনজন: ২০২৪-২৫ আইএসএল মরসুম শুরু হতে চলেছে, ডুরান্ড কাপ জয়ী নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসি ভার্সেস মোহামেডান এস সি ম্যাচের দ্বারা। সোমবার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে দেখা যাবে এর ঝলক। মহামেডান এস সি-র প্রধান কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ সাহেব এই মুহূর্তে দলকে অতিরিক্ত চাপ দিচ্ছেন না, সেই সাথেই প্রত্যাশা রাখছেন যে তার দল খুব ভালো ফল করবে। আইএসএল -এ স্থানান্তর মহামেডান এসির জন্য এটি অনেক বড় সুযোগ, কারণ তারা মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মতো দলের সাথে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুনরুজ্জীবিত করবে। যদিও হার্নান্ডেজ ও লালহানসাঙ্গার বিদায় একটি বড় ক্ষতি।

কিন্তু মানজোকি, গৌরব বোরা, অমরজিৎ কিয়াম ও রোচারজেলার মতো ভারতীয় প্রতিভা যাদের কথা না বললেই নয় তাদের মত প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছেন মোহামেডান এসিতে। তাই মোহামেডান এস সি-ও স্বপ্ন বুনছে এই মরসুমের আইএসএল খেতাব জেতার।

একই দলে দেখা যেতে পারে কোহলি-বাবর-সাকিবদের!

আপনজন ডেস্ক: শেষবার আফ্রো-এশিয়া কাপ আয়োজন হয়েছিল ২০০৭ সালে। সেবার মাহেলা জয়াবর্ধনের নেতৃত্বে খেলছেন সৌরভ গাঙ্গুলী, শহিদ আফ্রিদি, বীরেন্দ্রর শেহবাগ, মুহাম্মদ ইউসুফ, মুহাম্মদ আসিফ, মাহেন্দ্র সিং ধোনি, মাশরাফি মর্তুজা। তবে ২০০৭ সালের পর নানা বাস্তবতায় আর আয়োজিত হয়নি এ আসরটি। এবার সিরিজটি ফেরার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ভারতীয় ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ জানিয়েছে, বিসিসিআইর সদস্যসচিব ও এসিসির প্রধান থাকা অবস্থায় জয় শাহ দ্বি-বার্ষিক আফ্রো-এশিয়া কাপের ধারণা আবার ফেরানোর সম্ভাবনা দেখেছিলেন। এখনো এ নিয়ে অনেক পথ বাকি থাকলেও তা হতেই পারে।

আফ্রো-এশিয়া কাপ

আইসিসির অভিজ্ঞ কর্মকর্তা ও বতসোয়ানা ক্রিকেটের প্রধান সুমোদ দামোদার ক্রিকবাজকে জানিয়েছেন, আমরা আফ্রো-এশিয়া কাপ পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করছি। জয় শাহ পাশে আছেন, মাহিন্দা ভিল্লাপুরাম (মালয়েশিয়া ক্রিকেটের প্রধান ও আইসিসি পরিচালক) অংশ নিয়েছেন এই আলোচনায়। সম্প্রতি জয় শাহ চেয়ারম্যান হয়েছেন আইসিসির।

এদিকে পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ড বর্তমান প্রধান মহসিন নাকভি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতি হতে যাচ্ছেন। বতসোয়ানা ক্রিকেটের প্রধান দামোদর বর্তমানে সহযোগী সদস্য দেশগুলোর সিইসি হতে নির্বাচনি লড়াইয়ে আছেন। সেই কারণে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশীয় টুর্নামেন্ট আয়োজনের সম্ভাবনা আরো জোরালো হচ্ছে।

আফ্রো-এশিয়া কাপ প্রথম হয়েছিল ২০০৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সেঞ্চুরিয়ন ও ডারবানে। ২০০৭ সালে ভারতের বেঙ্গালুরু ও চেন্নাইয়ে দ্বিতীয় আসর অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমবার আসরটি আয়োজনের সময় ভারতীয় বোর্ডের প্রধান জগমোহন ডালমিয়ার সঙ্গে আইসিসির সভাপতি ও দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট প্রশাসক পারসি সন-এর পরিকল্পনা সাজিয়েছিলেন। সেখানে বলা হয়েছিল- টুর্নামেন্ট থেকে পাওয়া ৮০ ভাগ রাজস্ব আয় আফ্রিকান মহাদেশের ক্রিকেট এবং ১০ ভাগ এশিয়ান বোর্ডগুলো পাবে। আবারও যদি টুর্নামেন্ট আয়োজন হয়, তাহলে একই রকম পরিকল্পনা দেখা যেতে পারে।

নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী সিরিজ হতে পারে অনূর্ধ্ব-১৯, ইমার্জিং ও জাতীয় দলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের নিয়ে। তেমনটা হলে একই দলে দেখা যেতে পারে সাকিব আল হাসান, বিরাট কোহলি, রশিদ খান ও বাবর আজমদের!

ইউরো থেকে ইংল্যান্ডকে বাদ দেওয়ার হুমকি উয়েফার

আপনজন ডেস্ক: সব ঠিক থাকলে চার বছর পর ২০২৮ সালের ইউরো যৌথভাবে আয়োজন করবে ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড। তবে নিজ দেশে ইউরোর সেই আসরে ইংল্যান্ডকে নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হতে পারে বলে সতর্ক করেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা উয়েফা। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই সতর্কবার্তা? জানা গেছে, যদি পরিকল্পনাধীন থাকা নতুন রেগুলেটর বা নিয়ন্ত্রকের ওপর সরকারি হস্তক্ষেপ থাকে তবে ইংল্যান্ডের ওপর আরোপিত হতে পারে এই নিষেধাজ্ঞা।

এর মধ্যে উয়েফার জেনারেল সেক্রেটারি থোডোর থিওডোরিডিস একটি লিখিত বার্তা পাঠিয়েছেন যুক্তরাজ্যের সংস্কৃতিসচিব লিসা ন্যানডিকে। যেখানে তিনি লিখেছেন, 'ফুটবলে কোনো ধরনের সরকারি হস্তক্ষেপ চলবে না।' এ সময় স্পষ্টভাবে সতর্ক করে বলা হয়, 'চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ হলে উয়েফা থেকে ফেডারেশন এবং প্রতিযোগিতা থেকে দলকে বাদ পড়তে হবে।' এদিকে বিশ্বকাপের আয়োজক ও বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফাও ফেডারশনের ওপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নিয়ে বেশ কঠোর। ফিফার গঠনতন্ত্র অনুসারে, 'জাতীয় সংস্থাগুলোকে অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে এবং কোনো ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই পরিচালিত হতে হবে।'

এর আগে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফিফার সামনে এই সমস্যাটি উত্থাপন করা হয়েছিল। এটা অনেকটা স্পষ্ট যে প্রস্তাবিত আইনের পাশাপাশি সরকার, নিয়ন্ত্রক ও ফুটবল কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনার জন্য যে পরিকল্পনা, সেটা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে ফিফাও। থিওডোরিডিসের পাঠানো চিঠিটি প্রথমে ফাঁস করে সানডে টাইমস, যেখানে স্যার কিয়ার স্টারমারের লেবার সরকার কর্তৃক নতুন রেগুলেটরের প্রস্তাবকে এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা দেওয়া হয়েছে এবং স্বাধীনতার বিষয়টিতে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়। ইংলিশ ফুটবল কর্তৃপক্ষকে চিঠিটি দেওয়া হয় এ মাসের শুরুতে, যেখানে সতর্কতার পাশাপাশি উয়েফা নিজেদের উদ্বেগের কথাও প্রকাশ করেছে। থিওডোরিডিসের দেওয়া চিঠিতে বলা হয়েছে, 'খেলাধুলার স্বায়ত্তশাসন এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে ন্যায্যতা নিশ্চিতে আমাদের নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। যে নিয়ম (সরকারের হস্তক্ষেপ) থেকে সংস্থাকে রক্ষার কাজ করে।' ফলে এই জায়গাটিতে হস্তক্ষেপের ফল হবে উয়েফা থেকে ফেডারেশন ও প্রতিযোগিতা থেকে দলকে বহিষ্কার। শুধু এটুকুই নয়, সীমা অতিক্রম করলে ভবিষ্যতে উয়েফার আয়োজনে হওয়া চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ইউরোপা লিগে ইংলিশ দলগুলোর অংশগ্রহণও পড়তে পারে প্রশ্নের মুখে।

এমবাপ্পে-ভিনিসিয়ুসের গোলে রিয়ালের জয়, আনচেলত্তি বললেন, 'প্রাপ্য ছিল না'

ইংল্যান্ডের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলই অনেক দিন ধরে নিয়ন্ত্রকের ধারণাকে সমর্থন দিয়ে আসছে। এ বিষয়ে তাদের যুক্তি হচ্ছে ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো নিজেদের বিষয়গুলো ঠিকঠাকভাবে নিয়ন্ত্রণে অক্ষম। ফলে খেলাটির আর্থিক স্থিতিশীলতাকে রক্ষার জন্য এটি (নিয়ন্ত্রক) বিশেষভাবে প্রয়োজন। পাশাপাশি ক্লাবের ঐতিহ্য রক্ষার জন্যও এটাকে জরুরি বলে প্রচার করা হচ্ছে। তা ছাড়া এটি সমর্থকদেরও বাড়তি ক্ষমতা দেবে এবং ইউরোপিয়ান সুপার লিগের মতো উদ্যোগকে রুখে দেবে বলেও যুক্তি দেখানো হচ্ছে।

বিশ্বের প্রথম নিয়ন্ত্রক হতে যাওয়া ইংলিশ ফুটবল রেগুলেটর নিয়ে থিওডোরিসিস আরও একটি উদ্বেগের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, এটি বাস্তবায়নের ফলে এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতে পারে, যা বৈশ্বিকভাবে খেলাটিকে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে ফেলতে পারে।

ন্যানডি বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অবশ্য এখনো এই চিঠির কোনো জবাব দেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে।

ভাইরাসে আক্রান্ত রোনাল্ডো, যাবেন না বাগদাদ

আপনজন ডেস্ক: চ্যাম্পিয়নস লিগ তো তিনি জিতেছেনই। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে একবার, তারপর রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে চারবার। তবে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ নয়, অন্য একটা চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার সুযোগ এবার ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর সামনে। এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ, যেটা এশিয়ার সেরা ক্লাবগুলোর লড়াই। আল নাসরের হয়ে এই মৌসুমে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম ম্যাচটা রোনাল্ডোর খেলার কথা ছিল আগামীকাল, ইরাকের ক্লাব আল শর্তার বিপক্ষে। কিন্তু কপাল খারাপ পর্তুগিজ কিংবদন্তির। ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় এখন ওই ম্যাচ খেলতে যেতে পারছেন না বাগদাদে। অধিনায়ককে ছাড়াই এশিয়ান ক্লাব ফুটবলের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্টে মৌসুমের প্রথম ম্যাচটা খেলবে আল নাসর।

কিছুদিন আগেই ফিফার আন্তর্জাতিক ফুটবলের উইন্ডোতে পর্তুগালের হয়ে খেলে এসেছেন। ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে ৯০০ গোলের মাইলফলকও পেরিয়েছেন তখন। এরপর আবার সৌদি আরবে ফিরে গত শুক্রবার ক্লাবের হয়ে খেলেছেন সৌদি লিগে আল আহলির বিপক্ষে। ওই ম্যাচে রোনাল্ডোকে বিশেষ সম্মাননাও দেওয়া হয়, তুলে দেওয়া হয় '৯০০' লেখা একটি জার্সি। ম্যাচটা অবশ্য জিততে পারেনি আল নাসর, ড্র করেছে ১-১ গোলে। এরপরই রোনাল্ডো দলের সঙ্গে প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে আল শর্তার বিপক্ষে ম্যাচের জন্য। তাঁর এবং তাঁর বান্ধবী জর্জিনা রদ্রিগেজের ইরাকের ভিসাও করা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ফুটবলার।

আল নাসরের পক্ষ থেকে আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানানো হয়, 'আল নাসরের অধিনায়ক ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো আজ সুস্থ বোধ করছেন না এবং ভাইরাল সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন। দলের চিকিৎসক নিশ্চিত করেছেন যে তাঁকে বিশ্রাম নিতে হবে এবং নিজের বাড়িতে থাকতে হবে। ফলে দলের সঙ্গে আজ ইরাক সফরে যাবেন না তিনি। আমরা আমাদের অধিনায়কের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি।'

রোনাল্ডো খেলতে না পারায় আল নাসরের তো বড় ক্ষতি হলোই ইরাকের ফুটবলপ্রেমীরাও নিশ্চয়ই মন খারাপ করবেন। আল-মদিনা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আগামীকাল এই ম্যাচের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ যে রোনাল্ডোই ছিলেন।

গ্যাব্রিয়েলের গোলে ডার্বি জয় করল আর্সেনাল

আপনজন ডেস্ক: অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড নেই, নেই তাকেহিরো তোমিয়াসু আর মিকেল মেরিনোও। তিনজনই চোটে। নিষেধাজ্ঞায় নেই ডেকলান রাইসও। শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়দের ছাড়াই নগর প্রতিদ্বন্দ্বীদের মাঠে খেলতে নামা–লড়াইটা বেশ চ্যালেঞ্জিংই ছিল আর্সেনালের জন্য।

তবে শিরোপা-প্রত্যাশী মিকেল আরতেতার দল চ্যালেঞ্জটা সামলেছে দারুণভাবেই। ১-০ গোলের জয় নিয়ে টটেনহাম স্টেডিয়াম ছেড়েছে গানাররা। একমাত্র গোলটি ডিফেন্ডার গ্যাব্রিয়েল মাগালাইসের।

১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বরের পর এই প্রথম নর্থ লন্ডন ডার্বিতে টানা তিন অ্যাওয়ে ম্যাচে জিতল আর্সেনাল। এ ছাড়া প্রিমিয়ার লিগে টানা ষষ্ঠ অ্যাওয়ে জিতল ২০১৩ সালের পর প্রথম।

ম্যাচের একমাত্র গোলটি আসে ৬৪ মিনিটে। বুকায়ো সাকার কর্নার থেকে আসা বল মাথা ছুঁইয়ে জালে পাঠান গ্যাব্রিয়েল। ম্যাচের একমাত্র গোলটি দ্বিতীয়ার্ধে এলেও উত্তেজনা বেশি ছড়িয়েছে গোলহীন প্রথমার্ধে। দু দলের খেলোয়াড়দের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের একপর্যায়ে ৩৫ মিনিটে হাতাহাতিতেও জড়িয়ে যান কয়েকজন।

ওই ঘটনায় অবশ্য হলুদ কার্ড দেখেন একজনই। তবে বিরতির আগে দুই দল মিলিয়ে হলুদ কার্ড দেখানো হয় সাতজনকে, যা প্রিমিয়ার লিগে প্রথমার্ধ যৌথভাবে সর্বোচ্চ। টটেনহামের মাঠে টানা তৃতীয় জয়ের সুবাদে প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে উঠে এসেছে আর্সেনাল।

গম্ভীর আমার বন্ধু ছিল না, বললেন আকাশ চোপড়া

আপনজন ডেস্ক: একই দলে খেললেই যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠবে এমন নিশ্চয়তা নেই। যেমন ভারত এবং দিল্লি দলের হয়ে খেলেও বন্ধু হয়ে উঠতে পারেননি গৌতম গম্ভীর ও আকাশ চোপড়া। দুজনে যে বন্ধু ছিলেন না নিজেই স্বীকার করেছেন বর্তমানে ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করা আকাশ।

একই রাজ্যের হয়ে দীর্ঘদিন খেলার পরও দুজনে কেন বন্ধু হতে পারেননি তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন আকাশ।

সম্প্রতি এক পডকাস্টে ভারতের সাবেক ওপেনার বলেছেন,'আমরা একে-অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম। কারণ একটা জায়গার জন্যই আমরা লড়াই করছিলাম। আমাদের দল (দিল্লি) খুবই ভালো ছিল। যখন আমরা একসঙ্গে খেলতাম তখন শুধু বিরাট কোহলি অথবা শিখর ধাওয়ানের মধ্যে একজনের খেলার সুযোগ ছিল।

দলটি এমনটি ভালো ছিল। এমনকি বীরেন্দর শেবাগেরও ওপেনিং করার সুযোগ ছিল না। বীরু চারে খেলত আর কোহলি ও শিখরের মধ্যে একজন তিনে খেলত। আমরা শুরু থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম।

সত্যি বলতে, সে বন্ধু ছিল না।' গম্ভীর কিছুটা রাগী খেলোয়াড় হলেও তার হৃদয় বড় ছিল বলে জানিয়েছেন আকাশ। ভারতের হয়ে ১০ টেস্ট খেলা এই ব্যাটার বলেছেন,' সে খুবই প্যাশোনেট ছিল, কঠোর পরিশ্রম করত এবং নিজের দক্ষতা নিয়ে খুবই সিরিয়াস ছিল। সে প্রচুর রান করেছে। অনেক বড় হৃদয় ছিল তার। তবে দ্রুত রেগে যেত।'

গম্ভীরের জন্ম দিল্লির সম্ভ্রান্ত এক পরিবারের। ভারতের বর্তমান কোচের বাবা ছিলেন একজন টেক্সটাইল ব্যবসায়ী। ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম হলেও খেলার জন্য গৌতি সারাদিন মাঠে অনুশীলন করতেন বলে জানিয়েছেন আকাশ। তিনি বলেছেন,' সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে আসা একজন হৃদয়বান খেলোয়াড় ছিল সে। বাচ্চাদের মতো তার আবেগ থাকায় সে সারাদিন মাঠে থাকত। রুপা নয়, সে সোনার চামুচ মুখে জন্মেছিল। এটা ছিল অন্যরকম এক যাত্রা, মূলত অভিনব বিন্দ্রার (ভারতীয় শুটার) মতো। গৌতমের হৃদয় সঠিক জায়গাতেই আছে।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**